ধর্ম্মমূলক নাটক

জয়াবতী

পতি পরমধন পতি সে জীবন।
পতিব্রতা রমণীর আরাধ্যার ধন ॥
সতীত্ব-প্রভাবে যম পাশে নাহি যায়।
যুগল দম্পতি অন্তে কৃষ্ণপদ পায় ॥

শ্রীশশীভূষণ দত্ত
প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দত্ত।

সন ১৩৩৮ সাল
১৭ই বৈশাখ।

মূল্য ।৹ আট আনা মাত্র।

ধর্ম্মমূলক নাটক

জয়াবতী

পতি পরমধন পতি সে জীবন।
পতিব্রতা রমণীর আরাধ্যার ধন ॥
সতীত্ব-প্রভাবে যম পাশে নাহি যায়।
যুগল দম্পতি অন্তে কৃষ্ণপদ পায় ॥

শ্রীশশীভূষণ দত্ত
প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দত্ত।

সন ১৩৩৮ সাল
১৭ই বৈশাখ।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

ভূমিকা।

অধুনা কথা হইতেছে যে, "জয়াবতী" এ আখ্যায়িকা বহু পূরাকালের অর্থাৎ সত্যযুগের, তখন আর্য্যাবর্ত্তেরাই ছিল, অনার্য্যদের সংস্রবই ছিল না। বিশেষ উত্তরাংশে পার্ব্বতীয় হিমাদ্রির দেশে ক্ষত্রীবংশোদ্ভব বীরশ্রেষ্ঠ দুই নরপতি ছিলেন। মহারাজাধিরাজ অলোকাপতি শ্রীযুক্ত জয়মঙ্গল সিং ও রত্নগড় অধিপতি রাজা রণধীর এই দুই রাজাই তখন পার্ব্বত্যপ্রদেশে আপনাদের বাহুবলে সমস্ত রাজন্যগণকে পরাস্ত করিয়া আপনাদের আয়ত্ত্বে আনিয়াছিল। বিশেষ অলোকাপতির প্রাদুর্ভাব বড়ই ছিল, তিনি নিজ বাহুবলে একছত্রপতি হইয়া সকলের শীর্ষ হইয়াছিলেন, অন্যান্য ক্ষত্রিয় ভূপতিগণ মহারাজ অলোকাপতির নিকট আজ্ঞাবহ ও নতশীর হইয়া থাকিতেন। "জয়াবতী" ইনি রাজা রণধীরের কন্যা, রাজ্ঞী ইন্দুমতী ইহার জননী। ইন্দুমতী পুত্র-কন্যা বঞ্চিত হওয়াতে ভগবতী ("জয়দুর্গা বা জয়চণ্ডীর") ব্রত করিয়াছিলেন, সেই ফলে এই পরম পবিত্রাত্মা, পতিব্রতা জয়াবতী কন্যারত্নকে লাভ করিয়াছিলেন। তাহাকেও ঐ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিতা করিয়া ভগবতীর সেবিকা করিয়াছিলেন। জয়াবতী মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়া মহাষ্টমী দিনে ঘটস্থাপন-পূর্ব্বক প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া মহা কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন, সেই কারণে ব্রতে ও সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া দেবী জয়দুর্গাকে বশীভূত করিয়াছিলেন, এমন কি মা শব্দ উচ্চারণ করিবা মাত্র হয় অধিষ্ঠান না হয় দৈববাণী করিতেন। এই কারণে ভগবতী জয়দুর্গা বা জয়চণ্ডী তাঁহাকে বরপুত্রী বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। অতএব সেই আখ্যায়িকা আজ আমি সকলের সমক্ষে বিবৃত করিলাম। যাক, অধুনা কথা হইতেছে যে মৃত পতিকে কালের কবল হইতে পুনর্জীবিত করিয়াছেন, এ বিশ্ব-সংসারে সেই পতিপ্রাণা প্রমদাগণের চরণে আমার কোটী কোটী নমস্কার। যে জননীরা পতিকে পরম গুরু ও পরম দেবতা জ্ঞান

করত অনিত্য সংসারে নিত্য ধন পাইবার আশায় প্রাণপতিকে সেই নিত্যধন বোধে তাঁহাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রেম দানে তাঁহার চরণ-সেবা তাঁহাকে পূজা করিয়া পতির পাদোদক ধারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন তাঁহারাই ধন্য। শ্রীভগবান তাঁহাদের অন্তরে সতীত্ব-প্রভা প্রদান পূর্ব্বক সতীর আদর্শ করিয়া জগতিতলে তাঁহাদিগকে ধন্য করেন, তাই বলি এমন সতীলক্ষ্মীদের চরণে আমার কোটী কোটী নমস্কার। এখন দেখা কর্ত্তব্য সতীর আদর্শ কয়টী। সত্যযুগেই বা কয়টী ছিল, ত্রেতা ও দ্বাপর ত বহির্ভূত হইয়াছে, এখন কলি। ত্রেতা ও দ্বাপরে ত মৃতপতির জীবনদান কোন পতিব্রতা ত করে নাই, হাঁ শেষ কলিতে এখন পাওয়া গিয়াছে। আমার অনুমানে ছয়টী। সত্যযুগে চারিটী আর কলিতে দুইটী। যে সতীলক্ষ্মীদের দীপ্ত সতীত্ব প্রভাবে এ বিশ্ব বিকম্পিত হয় এমন কি স্বয়ং ভগবানও চিন্তিত হন। অধুনা আমি সেই ছয়টীর কথাই বিবৃত করিলাম,—প্রথম মালাবতী, দ্বিতীয় এই জয়াবতী, তৃতীয় পতিব্রতা, চতুর্থ সাবিত্রী এই চারিটী সত্যযুগের আর পঞ্চম চণ্ডীদাস রজকিনী,* ষষ্ঠম বেহুলা †। পরন্তু জয়াবতীর সম্বন্ধে কোন লেখক বা লেখিকা জননীরা এতাবৎ আবিষ্কার বা লিখিত করেন নাই, অতএব আমিই জয়াবতী আখ্যায়িকা বহু যত্নে ও আয়াসে সর্ব্বসমক্ষে নাট্যাকারে বিবৃত করিলাম। জানিনা ভগবানের ইচ্ছা কিরূপ, তবে আমার নিবেদন, মহাত্মা সুধিগণ ও মা জননী লেখিকাগণে ও পাঠক-পাঠিকাগণে দোষাদোষ মার্জ্জনা পূর্ব্বক কৃপানয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে জীবনের সার্থকতা লাভ করি। ইতি—

প্রণেতা।

---

* চণ্ডীদাস রজকিনী—কলিতে।

† বেহুলা—এটীও কলিতে।

অন্যান্য সকলি সত্যযুগের।

উৎসর্গ

মহামহিমান্বিত মহাত্মন্—

নাট্যরাজ—শ্রীযুক্ত দেব শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

শ্রীচরণ কমলেষু—

দেব !

যেমন ভগবানের অন্তরে স্থিতি, তদ্রূপ আপনারও অন্তরে স্থিতি, শাস্ত্রে বলে ব্রাহ্মণে গোবিন্দে ভেদ নাই, অতএব আমার পক্ষে আপনি গুরুগোবিন্দ-স্বরূপ, অতএব তাই বলিতেছি ভগবানের চরণ দর্শন কামনা জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য। সাধক যদ্যপি অন্তরের সহিত তাঁর উদ্দেশে লালায়িত হয় তাহা হইলে ভক্তাধীন শ্রীভগবান তাঁর বাসনা পূর্ণ করেন এ কথা নিশ্চয়, কারণ আমার চিরদিনের ইচ্ছা, আপনি রাজা, আপনার পবিত্র করকমলে কোন বস্তুকে পরিশুদ্ধ করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করিব, তা ভগবান এতদিনে আমার সেই বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। মনে হলো সকলেইত লেখে, তা আমি একটা লিখি না কেন? অমনি পাগল মন খেপে উঠে সমুদ্রে ডুব দিয়ে এইটী পেলে, তাই আজ সর্ব্বসমক্ষে নাট্যাকারে বিবৃত করিলাম। অতএব আমার এই পতিব্রতা 'জয়াবতীকে" ভবদীয় পবিত্র করকমলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম, ভরসা করি নিজগুণে দোষাদোষ মার্জ্জনা পূর্ব্বক কৃপানয়নে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে চিরবাধিত হই। ইতি—

৯ নং বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

একান্ত অনুগত—
শ্রীশশীভূষণ দত্ত,
প্রণেতা।

নাট্যোলিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

জয়মঙ্গল সিং—অলোকার রাজা।

বিজয়কেতন— ঐ পুত্র যুবরাজ, প্রধান সেনাপতি।

জগদ্বল্লভ— ঐ মন্ত্রী।

বীরেন্দ্র সিং—বিজয়কেতনের সহকারী সেনাপতি।

প্রতিহারি—দৌবারিক।

নগরবাসী।

রণধীর সিংহ—রত্নগড় অধিপতি।

ধর্ম্মাধীর— ঐ মন্ত্রী।

অমর সিংহ— ঐ সেনাপতি।

সিদ্ধার্থ— ঐ সভাপণ্ডিত সিদ্ধপুরুষ।

নগরবাসিগণ, যমরাজ, চিত্রগুপ্ত, যমকিঙ্কর ইত্যাদি—

স্ত্রীগণ।

হৈমবতী—অলোকার রাণী।

চিত্রা, অলকা, বিমলা — অলোকারাণীর সহচরী।

ইন্দুমতী—রত্নগড়ের রাণী।

জয়াবতী—রণধীরের কন্যা।

শ্যামাঙ্গিনী, নির্ম্মলা, প্রিয়ম্বদা — জয়াবতীর সখী।

ভৈরবী—ছদ্মবেশী দেবী।

নগরবাসিনীগণ ইত্যাদি—

প্রথম অঙ্ক।

অলোকাপুর রাজপুরী অন্দর।

(শয়ন কক্ষে রাজা ও রাণীতে কথোপকথন, বাতায়ন পথে যুবরাজ বিজয়কেতন নিঃশব্দে শ্রবন)।

হৈম—আহা! প্রানেশ্বর—
সুধায় তোমারে দাসী অন্তরের ব্যথা?
কহিবে কি জীবিতেশ তেজিয়ে কাপট্য,
নারী আমি ভয় বাসী মনে;
কি জানি কহিলে কথা,
কি হতে কি হয়।

জয়—কেন কেন প্রিয়ে?
কিবা ভয়, কারে ভয়!
অলকার মহারাজ্ঞীর কি ভয় অন্তরে;
থাকিতে অলোকরাজ অধিনস্থ যার।

হৈম—না? না? প্রাণেশ্বর?
অন্য খেদ নাহি মনে,
তবে একমাত্র বংশের দুলাল মোর,
কেন কর তারে নাথ এত হতাদর।
জান নাকি বাহুবীর্য্য তার?
বীর চুড়ামণি,
ক্ষত্রিয় বংশের উজ্জল দীপিকা,
গৌরবে পূর্ণিত ধরা পঞ্চদশ বৎসরে।

জয়—রাজ্ঞী? এই কথা?
ইহার কারণ তব এত অভিমান?
ত্যাজ তাপ? কহিব সকল সত্য—
শুন বরাননে।
আমি কি জানি না প্রিয়ে বিজয়কেতনে?
যৌবরাজ্যার উপযুক্ত বংশের দুলাল,
যাহার গৌরব ভাতি বিস্তারিত ক্ষিতি,
যার বাহু বলে আজ অলোকার পতি।

হৈম—তবে মহারাজ?

জয়—প্রিয়ে,
মনে কি ভেবেছ হৃদি কাঁদিছে তোমার,
কঠীন আমার প্রাণ?
না? না? দেখাইবার হইলে হে
দেখাতাম তোমা?
বিদীর্ণ হতেছে হৃদি,
অনুতাপে তনু ছার খার।

হৈম—কেন? কেন? নাথ?
এহেন কঠোর বাক্য করিছ প্রয়োগ,
বুঝিতে নারিনু?
দুর দুর করে হৃদি শুনি তব ভাষ।

জয়—সত্য প্রিয়ে?
এর মধ্যে আছয়ে বিশেষ অন্তরায়?

হৈম—এঁ্যা! অন্তরায়?
এমন কি কথা মহারাজ?

জয়—হাঁ এতদিন রেখেছি গোপনে,
কিন্তু ! আর না বলিলে নয়,
শুন প্রিয়ে ?
যখন বংশের দুলাল জঠরেতে তব,
জ্যোতিষী আনায়ে করি গর্ভের পরীক্ষা,
সর্ব্ব গুণধর পুত্র, কিন্তু কর্ম্ম ফলাফলে,
অল্পায়ু হয়েছে মাত্র পঞ্চদশ বৎসর।
সেই সে কারণে তারে হতাদর করি,
কিন্তু দেখ প্রিয়ে ?
অত্যল্প বয়সে তার কর্ম্ম ফলাফল,
বিজয় ? বীর শ্রেষ্ঠ,
এ অলোকার দীপ্ত সূর্য্য।
তাই সে স্বনাম ধন্য
বিজয়কেতন নামে।
বুঝ দেখি প্রিয়ে ?
বুদ্ধিমতি, গুণবতি তুমি,
এ বিশাল রাজ্য খণ্ড কার তরে আর,
কেবা সে ?
অলোকার রাজ্য ভোগ করিবে হে আসি ?
কার তরে ধরি প্রাণ এ বৃদ্ধ বয়েসে।
কিন্তু দিনে দিনে দিন গত,
অল্পমাত্র আছে পঞ্চ দিন,
পঞ্চ দিন হইলে উত্তীর্ণ,
দানিব বাছারে আমি নব ছত্র দণ্ড।
হৈম—এঁ্যা ? এঁ্যা ? ওমা তবে কি হবে,
আর পাঁচ দিন ? এঁ্যা ? এঁ্যা ?

কি সর্ব্বনাশ? কি সর্ব্বনাশ?
কি হবে? কি হবে? ওহো?
ওহো? ওঃ ওঃ ওঃ
(পতন ও মূর্চ্ছা)

জয়—(সসব্যস্ত ধারণ)
আহা! স্থির হও মহারাণী।
শান্ত হও চিতে,
অধীর অন্তরে, কেন ভ্রান্তি এত,
জান নাকি প্রিয়ে? ললাট লিখন,
করমের ফল
সময়েতে অবশ্য ফলিবে।

হৈম—বড়ই নির্ম্মম তুমি?
পাষাণে গঠিত তব দেহ?
দয়া মায়া নাহিক অন্তরে,
তাই হেন নিঠুর বচন।

জয়—ছিঃ ছিঃ ছিঃ হাঁসালে সুন্দরি?
অলোকার রাণী হয়ে,
হেন বাক্য তোমারে না সাজে।
ক্ষত্রিয় তনয়া, বীর পত্নী তুমি,
বীর প্রসবিনী যিনি;
মরণের ভয় কেন তাহার অন্তরে।
ভাল? বুঝ সতী?
বিপুল বৈরিকুল দুর্জ্জয় সমরে,
অভেদ্য সে চক্র বূহে প্রবেশিতে নারি,
বীর দাপে শত্রু চমু বিমর্দীত করি,

লণ্ড ভণ্ড করি বীর মাতি রণ রঙ্গে,
ধরাশায়ী হয় যদি ললাট লিখন ?
কাতরা কি তার তরে হবে সুবদনি।
ধর ?
এই আমি এই তুমি বুঝহ ভাবিনি.
পবিত্র প্রেমেতে বদ্ধ জীবন সঙ্গিনী,
এ ছার জীবন সতী জল বিম্ব প্রায়,
যায় যদি বল দেখি কি কার্য্য সাধিবে,
সহমৃতা হবে সতী তেজি রাজ্য ভার।

হৈম—হাঁ অবশ্য ?
সতীর পতি-পরাগতি।

জয়—না ? না ? তা হতে পারে না ?
বিশেষ এ সাম্রাজ্যের তুমি অধীশ্বরি ?
কর্ত্তব্য কাযেতে প্রিয়ে শান্তি করি সবে,
তবে সে করিতে পার প্রয়ান বিধান।
বুঝ দেখি ? কেবা কার ?
কে তোমার, কারে বলরে আপন ?
তাই বলি শান্ত হও প্রিয়ে ?
যা আছে বিধির মনে,
অবশ্য তা হবে ?
"নিয়তি কেন বার্ধ্যতে"

হৈম—তবে ?
কি হবে মোদের দশা নাথ ?
করেছিলাম কত পাপ,
তাই এত মনস্তাপ ?

জয়—অবশ্য ? পাপ না থাকলে
এরূপ সংঘটন হবে কেন ?

(বাতায়ন পথে দৃশ্য)

কে ? কে ? কে ? (ছায়া মূর্ত্তি অদৃশ্য)

(রেগে অসি নিষ্কোস ও ধাবমান)

(মহারাণী সসবস্থে কি হোলো কি হোলো বলে পশ্চাৎ ধাবন)

জয়—বুঝিতে নারিনু প্রিয়ে ?
এ গুপ্ত রহস্য মোদের
কেবা সে জানিল ?
দেখ দেখি ?
বিজয়ের শয়ন কক্ষেতে
বাছা মোর শয্যায় শায়িত ?

হৈম—দেখি ? দেখি ? (দৃশ্য শয্যা শূণ্য)
ওমা বাছারেতো শয্যায় না দেখি ?

জয়—তবেই হয়েছে ! সর্ব্বনাশ,
শুনিয়ে সকল কথা
অদৃশ্য হয়েছে বাছাধন,
হায় হায় হায় ?
কি হোলো কি হোল ?

হৈম—করুন ঘোষণা রাজ্যে
নিনাদিয়া ভেরী ?
যে দিবে বিজয়ে আনি ?
লক্ষ মুদ্রা পাবে পুরস্কার।

জয়—তাই হবে? এখন এস?

উভয়ের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

রাজপথ।

বিজয়কেতন একাকি।

বি—এতদিনে হোলে গুপ্ত রহস্য প্রকাশ,
বুঝিলাম অন্তরের কথা;
বাৎসল্যের মমতা বা স্নেহ,
ছেদিলেন পিতা মম অল্লায়ুতরে।
সত্য কথা?
এহেন নগণ্য জীবে কিশের মমতা,
সম্রাট, বিচারক তিনি,
সমুচিত হয়েছে বিচার।
ঐ যে বলে?
কস্য মাতা, কস্য পিতা, কস্য ভার্য্যা,
সহোদর?
কায়া প্রাণে ন সম্বন্ধ কা কস্য
পরিবেদনা?
তা সত্য? কিন্তু? আমার এই কথা?
কি কায করিলাম আসিয়ে অবনি।
না সেবিলাম মহাগুরু জনক জননী,
হায়? হায়? ধিক্ এ জীবনে?
কি ফল রাখিয়ে আর এ ছার জীবন?
যাও প্রাণ কার তরে আছ ছার দেহে।

জয়াবতী।

পিতৃ বিতাড়িত আমি ?

ওহো ? ধিক আমারে।

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাহি পরমন্তপ,

পিতরি প্রতিমাপন্নেৎ পৃঅন্তে সর্ব্ব দেবতা ?

বা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী !

এমন জনক জননী সেবায় বঞ্চিত হলেম তবে আর কেন আ। প্রস্থান করি।

জয় শ্রীহরি ? জয় শ্রীহরি ?

প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রত্নগড়।

(রাজবাটীর তোরন দ্বারে বিজয়)

বি—এইতো চারিদিন হইলেক গত,
আজ মাত্র আছে অবশেষ,
প্রভাত হইলে নিশা,
বিজয়ের নাম লুপ্ত হবে ধরা হতে।
জন্মিলে মরণ বিধি ধাতার লিখন,
অবশ্যই ফলবতী হইবেক তাহা,
অমরত্ব লাভ কেবা করেছে ধরায়,
তবে আর বৃথা চিন্তায় কিবা প্রয়োজন।
যা আছে বিধির মনে অবশ্যই হবে,
করমের ফল খণ্ডাইতে নারি;
ক্ষত্রিয় বীর মরণের ভয়, প্রাণের মমতা,
না ? না ? কখনই না,
ছার প্রাণ হউক বাহির। (দৃশ্য)
বাঃ ?
অমরাবতী পুরীর সদৃশ্য
কাহার এ পুর ?

বোধ করি হবে রাজপুর,
পত্রে পুষ্পে সুশোভিত সাজায়েছে সবে,
পত পত পতাকায় হতেছে উড্ডীন,
রক্ষীগণে সতর্কেতে রক্ষিতেছে দ্বার,
কি যেন আনন্দে সবে মাতিয়া উঠেছে,
কারেই বা করিব জিজ্ঞাসা।

(ইতস্তত পরিভ্রমণ)

(দূরে শৈলেশ্বরের মন্দির চত্তরে ছদ্মবেশী ভৈরবীর দৃশ্য)

(বিজর পরিভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত)

ভৈরবী—কি বাপ বিজয় এলি ?
অনুতাপে তনু হয়ে দগ্ধীভূত,
অনুরাগে বাপ তেজি গৃহ বাস,
নিরুদ্দেশে চলেছ কোথায় ?
নিয়তিতে এনেছে বাছনি।

বি—(বিস্ময়ে) একি ! কে ইনি ?
আছি গোপন ছলেতে,
ছদ্মবেশ ইথি উথি বেড়াই ঘুরিয়া,
উপনিত আজ সে হেথায়।
কেহ নাহি জানে মোরে.
পরিচিত নহি আমি কার,
কেমনে জানিল মোরে,
গৈরিক বসনা,
বুঝিতে নারিনু ? কেবা ইনি।

ভাবি তাই,
আরো কিবা দুর্ঘটন আছয় ললাটে।
মৃত্যুতো প্রভাতে মম ঘটীবে নিশ্চয়,
তবে আর কেন ভাবি,
যা হবার তাই হবে,
দেখিব কপালে কিবা করেন চন্দ্রচূড়।

(যোড় হস্তে অগ্রসর হইয়া)

মা? মা? কে গো জননী তুমি?
বাৎসল্যের স্নেহ সুধা বরষি সন্তানে,
জুড়াইলে সন্তাপ জীবন।
যে হও? সে হও?
নমামি চরণে তব।

(বিজয় কর্ত্তৃক প্রণাম)

ভৈ—কি বাপ? এসেছ, এস?

বি—মা? মা? কেগো জননী তুমি?
কেহ নাহি জানে মোরে,
কেমনে চিনিলে? বল মা।

ভৈ—বাছা? সন্তানেরে কেবা নাহি জানে?

বি—সত্য জননী? প্রকৃতি রূপিনী,
সকলিই তো মাতৃ পদ বাচ্য।

ভৈ—হাঁ? বাপ? গুণজ্ঞ ও ধার্ম্মিকের ঐ কথা, তবে আমার কথা বল্‌চো, আমি. মা।

বি—তাত, শুন্‌চি? মা? আপনি কোন মা? গর্ভধারিণি? না বসুন্ধরা না বিশ্ব জননী? আর ত আছে তা এর ভিতর আপনি কোন মা?

ভৈ—তুই বাছা ছিনে জোক, ছাড়বিনি বুঝি, আমি জয়াবতীর মা।

বি—এইবার ধরা পড়েছেন? জয়াবতীর মা? এ কেমন হোলো?

তিনি রাজ রাণী,
ভিখারিণী বেশে
কেমনে চত্তরে
আসিবে মা? (হাঁসালে বাবু)

ভৈ—তাইতো বলি? তুই ছিনে জোক? ছাড়বিনিতো? তবে বলি শোন, আজ জয়াবতীর বিয়ে? তাই তামাসা দেখ্‌তে এলুম?

বি—বেশ বেশ? বিবাহ তা ভাল এতে তামাসা কি মা?

ভৈ—হ্যাঁ? পাত্র পাত্রীর শুভাশীর্ব্বাদ হয় নাই, ঘটকের কথায় বিবাহের বন্দোবস্থ? এ কে জানিস্‌?

বি—কে মা?

ভৈ—সেই গিরিব্রজের রাজা চন্দ্রভানু? তার ছেলেটা সুন্দর নয়, রাজা রণধীর দেখ্‌লেই তো একেবারে—বুঝেচ?

বি—হা? হা? তবে কি হবে মা?

ভৈ—বিয়ে হবে কল্পিত বর সাজবে?

বি—সে বর কি ঠিক হয়েচে নাকি?

ভৈ—বিধাতা ঘটিয়ে রেখেচেরে বাপ?

বি—সেকি মা? এমন কি ঘটে?

ভৈ—ঘটে বৈকি? বাপ? বিধাতা যার সঙ্গে যা যোটকতা করেছেন, তা হবেই বিধির কলম খণ্ডন হয় না?

বি—তা সত্য ? মা তুমি এসব কেমনে জান্তে পাল্লে ?

ভৈ—বাপ আমি সব জানি ? এ বিশ্ব জগতে আমার অজানা জীব নাই, আর যার যা পরিণাম তা আমিই জানি ?

বি—তা বটে ? কিন্তু ?

ভৈ—কেনরে ? আবার কিন্তু বলে চুপ কল্লি ?

বি—না এমন কিছু নয় ? তবে আমার কথা, আমার আর কথা নাই ? কেন না রাত প্রভাতেই আমাকে যম রাজ্যে যেতে হবে ? তাই ? আর অন্য কিছু নয়।

ভৈ—হা ? তা জানি বাছা ? কিন্তু আমি দেখ্‌চি তোমার ভাগ্য লিপি অন্যতম ঘটেছে ?

বি—এ্যাঁ ? এ্যাঁ ? একি কথা মা ? হাঃ হাঃ (হাস্য)

ভৈ—তুমি হাস্‌চো বাপ ? কথা সত্য ? তোমার ভাগ্যলিপি জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ তিনিই ঘটেচে ?

বি—সেকি মা বুঝিতে নারিনু জননী।

ভৈ—তুমি কি বুঝবে ? বুঝিতে নারেন যিনি বিধি দত্তা বিধি ?

বি—তবে ?

ভৈ—বলি শুন ?

কল্পিত বরবেশ তুমিরে সাজিয়ে
জয়াবতী পাণিগ্রহণ করিবে বাছনি ?
প্রভাতে ঘটীবে মৃত্যু একথা নিশ্চয়,
পাইবে জীবন পুন কোন পুণ্য বলে।
শুন উপদেশ—
নিয়তিতে লবে তোমা অলোকার ঘাট।

যখন হইবে নিশা ত্রিযামার শেষ ?
প্রজ্জ্বলিত দ্বীপ রেখ সদত জ্বালিয়ে,
নির্ব্বাপিত হলে যেন জীবন সংশয়।
করিবে আমার পূজা জয়াবতী সতী,
তবে সে লভিবে বাছা তার প্রাণ পতি ?
জাওরে বাছনি এ গুপ্ত রহস্য কভু
না কর প্রকাশ ?

(সহসা দেবীর অন্তর্ধ্যান)

বি—এঁ্যা ! একি হলো !
কোথা গেল মা কোথা গেল ?
হায় ? হায় ?
পাইয়ে রতন কোলে চিনিতে নারিনু,
বিধি দত্ত নিধি আমি অযত্নে হারাণু,
হায় ? হায় ? কি হোলো কোথা পাই ?—

গীত।

আর কবে দেখা দিবি মা
ওমা হররমা ?
অচিন্তারূপিনি তুমি, কেমনে চিনিব আমি
বিধি বিষ্ণু যারে না পায় অন্বে কি
তায় পাব গো মা ?

বি—যাক্ এখন সব জানা গেল ? কিন্তু উনি কে ? প্রকৃত ভৈরবী না কোন দেবী ? এ কি ছলনা ? কথা গুলোতো সব ঠিক বলেচে, আরো একটা কথা, আমরা মানুষ, মানুষের মতন তো ধরণ ধারণ কিছু দেখলাম না ? কিন্তু তবে হাঁ ? দেখিচি কথাও কয়েচি ? কিন্তু বাবা মুখের দিকে তাকাতে পারিনি ? ঘাড় হেট করে কথা কইতে

হয়েচে ? তবে পায়ের দিকটে দেখেচি বটে ? পায়ের তলাটা যেন দুধে আলতায় গোলা ? তাই ভাবচি ? বরাত সঙ্গে সঙ্গে ? এখন কি করি এই তো সন্ধে হয়ে এলো ? এখনিই রাজপথ লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো ? আর এখানে বসেই বা কি করি।

(প্রস্থান)

প্রশস্থ রাজপথে শোভাযাত্রা দর্শন জন্য বিজয় এক বৃক্ষান্তরালে দণ্ডায়মান)

(জনৈক রাজদূতের প্রবেশ)

রা-দূ—কেহে তুমি ? এখানে গাছতলায় চুপটী করে দাড়িয়ে আছ বরকে ঢিল মারবে ? চল রাজার কাছে তোমায় ধরে নিয়ে যাব ?

(বিজয়কে রাজদুতের ধরা)

বি—না ভাই, আমি বর দেখবো বলে দাঁড়ায়ে আছি, ঢিল মারবো কেন ?

রা-দু—হাঁ, তুমি ঢিল মারবে বলে দাঁড়িয়েছিলে চল রাজার কাছে ? (বিজয়কে রাজার কাছে লইয়া দণ্ডায়মান) মহারাজ ! এই লোকটা আমাদের বরকে ঢিল মারবার জন্য গাছতলায় দাঁড়ায়ে ছিল ?

রাজা চন্দ্রভানু বিজয়কে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ও মনে মনে আপন সঙ্কল্প পূর্ণ করিয়া লইবেন ভাবিয়া অতি মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, যুবক ? তুমি কি বরকে তামাসা করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলে ?

বি—আজ্ঞা না মহারাজ। আমি বর দেখবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলাম আপনার লোক আমাকে মিছা মিছি ধরে এনেছে।

রা—যাক্ ও সব কথা ছেড়ে দাও, তুমি আমার একটা উপকার করিতে পার? তা হলে বড়ই ভাল হয়?

বি—উপকার! কি উপকার মহারাজ! বলুন? যদি সাধ্য হয় অবশ্য করিব।

রা—নিঃসার্থ নয়? আমি তোমাকে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিব।

বি—এমন কি উপকার মহারাজ যে আমাকে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিবেন?

রা—হাঁ আছে! বলি শুন? (এস নিকটে তোমায় বিরলে বলি)

(উভয়ের চুপসারে কথোপকথন)

বুঝেছ পারবে তো?

বি—তাইতো, এযে দেখচি বিষম দায়! এখন কি করি?
(রাজার প্রতি) মহারাজ আমায় একটু ভাবতে দিন!

রা—বেশ বেশ তা তুমি বুঝে শীঘ্র উত্তর দাও?

(রাজার অন্তরাল)

বি—হা ভগবান! এই কি বিধান তব! বুঝিতে নারিনু!
পোহাইলে বিভাবরী যাহার মরণ
তাহার বিবাহ হবে একি অঘটন,
ধন্য তব খেলা প্রভু কে বুঝিতে পারে,
বিধি যা বুঝিতে নারে কি বুঝিবে নরে।

গীত।

ধন্য বিধি, তোমার বিধি নাহি অবধি লীলার তব।
তব প্রসাদে সুধার হ্রদে, উপযে বিষ বিনে সে জিব॥
স্মরিয়ে মম হৃদি বিদরে, বৈধব্য যাতনা দানিতে সতীরে,
ধিক ধিক ধিক আমারে, কেমনে আর মুখ দেখাব?

এ্যা তাইতো! তবে কি আমি অকালে কালগ্রাসে পতিত হব না? হু! তা কি হয়? বিধিলিপি অখণ্ডনীয়? তা হতেই হবে? তবে কি রাজনন্দিনী জয়াবতী দুর্ভাগিণী! উহু! না না? সেযে ভগবতীর বরপুত্রী সেবাদাষী, এ কেমন হলো বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতা কি তাকেও আমার সঙ্গিনী করেছেন? না? না? এ হতেই পারে না? অবশ্য বিধির মনে যা আছে তাই হবে? অন্তরে সেই বাক্য হয় স্মরণ ওহো! হা হা জয় দুর্গা জয় ভবানী, মা? মা? তুই জানিস মা? আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই? (রাজার প্রতি) মহারাজ আমি স্বীকৃত হলেম? আমাকে বর বেশ দিন?

রা—বেশ? বেশ? এস তোমাকে বরবেশ সাজায়ে দি? (তথাকরণ) (ও বিজয়কে চতুর্দ্দোলে আরোহণ ও গমন)

(নেপথ্যে ঐ আস্‌ছে ঐ আস্‌ছে ঐ আস্‌সে? হৈ চৈ)

রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, অমাত্য ও আত্মীয়গণে পরিবেষ্টিত সসম্মানে বরকে সমাদর পূর্ব্বক বরাসনে বসাইলেন। সভাসদ সকলে বিজয়কে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল।

প্র-স—মহারাজ! দিব্য জামাতা হয়েছে? রূপ কন্দর্প স্বরূপ, গুণেও বোধ হয় জয়মঙ্গল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নম্র, ধীর, প্রশস্ত ললাট, শান্ত, গম্ভীর, বুদ্ধিমান, আকর্ণ চক্ষু, বিশাল বক্ষ এ সব লক্ষণ একছত্রের অধিপতির বুঝেছেন ; আপনার খুব ভাগ্য প্রসন্ন ?

রণ—তাই আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন ?

২-স—মহারাজ! আপনি অলোকার রাজকুমার শ্রীমান বিজয়-কেতনকে দেখেছেন ? তিনি স্বয়ং সেনাপতিত্তে অভিষিক্ত হইয়া প্রায় সসাগরা আসমুদ্র পর্য্যন্ত নিজ বাহুবলে রাজন্যগণকে পরাস্ত করিয়া পিতার চরণে অর্পণ করিয়া একছত্রপতি করিয়াছেন, জানেন ছেলেতো নয় দ্বিতীয় কার্ত্তিক ? আজও যুবক, কত বয়স ? বছর পনের কি ষোলো ?

(ব্রাহ্মণের প্রতি বিজয়ের দৃষ্টি)

রণ—তা আর জানি না ? ছেলেতো নয়! যেন দ্বিতীয়ার চাঁদ, আমাদের রাণাবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ? ধন্য রাজা জয়মঙ্গল ? থাক এখন আপনারা অনুমতি করুন ? আমি কন্যে সম্প্রদান করি ?

(সকলে হা হা অবশ্য অবশ্য ওঁং সস্তী)

(সখীসঙ্গে সজ্জিতবেশে জয়াবতীর প্রবেশ)

রাণা—(বিজয়ের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) এস বৎস! আজ আমার প্রণের প্রতিমা জয়াবতীকে তোমার হস্তে সমর্পণ করে আমার জীবনের সার্থকতা লাভ করি ? (জয়াবতীর হস্ত ধরিয়া) আয় মা! আজ তোমায় সুপাত্রে সমর্পণ করে চির জীবনে শান্তি লাভ করি (উভয়ের হস্তে হস্তার্পন ও দান)

(বাদ্য-ভাণ্ড শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে রাজপুরি প্রতিধ্বনিত হইল)

জয়াবতী।

ছাদনাতলা।

উভয়ের শুভদৃষ্টি।

গীত।

আয় আয় আয় সাধের জামাই বরণ করি শাঁক বাজায়ে
তোরা যত কুলবালা বরণডালা মাথায় নিয়ে,
আয়রে নাদী, আয়রে খেঁদা, কাঞ্চনি গোলাপী দিদি,
কোথা গেলি ফচ্‌কে খুদী, ঘোরনা জলের ঝারা দিয়ে।
রসিক সুজন বর, সাবধানে বর বরণ কর,
দেখ যেন মন ভোলেনা, দেখ যেন প্রাণ ভোলেনা,
ছাদনাতলায় বর দেখিয়ে॥

পট পরিবর্ত্তন।

বাসর।

বিজয়কেতন, জয়াবতী ও সখিগণ।

গীত।

মরি কি শোভা সখি হের লো নয়নে,
সেজেছেন চারু হাসি চারু ভূষণে,
সবে মেলি গাথি হার দিব লো যতনে,
রতনে।
তুরে ছিল চারু চাঁদ কুমদী জিবনে,
ভাসিল প্রেম তরঙ্গে যুগলালিঙ্গনে,
হের লো নয়নে।
দেখ দেখ দেখ চাঁদ বদনি চেয়ে চাঁদের পানে
বিধুমুখে মধুর হাসি মধুর মিলনে,
ঐ হের লো নয়ানে।

বি—জয়াবতী? আর না, সঙ্গীত আনন্দ বন্ধ হউক আমার মানসিক ও শারিরিক বড়ই অসুস্থ ও অশান্তি।

জ—যে আজ্ঞা। সখি তোমরা নিরস্ত হও?

সখি—কেন কেন? আর্য্যপুত্র, আপনি কি অসুস্থ আছেন?

বি—হাঁ? তোমরা এখন একটু আনন্দ বন্ধ করে স্থানান্তর হও? আমি সুস্থ হলে আবার ডাকৃবো।

সখি—যে আজ্ঞা?

(সকলের প্রস্থান)

বি—রাজনন্দিনী জয়াবতী, প্রিয়তমে, বলি শুন?

জ—কি আজ্ঞা করুন নাথ।

বি—হাঁ! বলি? কার তরে শঙ্করের করেছ আরাধ্য?

জ—কেন! কেন! নাথ এ হেন নিঠুর বাক্য?
অবশ্য পূজেছি যাঁরে। বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন ভক্তের ঠাকুর।

বি—আমিতো স্বপ্নেও ভাবিনে, দরিদ্রের নিধি প্রাপ্তী।

জয়—কেন জিবিতেশ।
এসকল কথার তো নাহি পাই ভাব?
ভাবান্তর বুঝিতে নারিনু।
যে যাহা মাগয়ে কৃষ্ণে করিয়ে মানষ
বাঞ্ছা পূর্ণ করে তার ভক্তাধিন হরি।

বি—সত্য, তুমি কার জন্য করেছ সাধনা?

জ—আজিবন মানষে সেবেছি যাঁরে সেই মম পতি।

বি—প্রাণেশ্বরি! তুমি কারে আজীবন বরণ করে এসেছ?

জ—আদিত্য স্বরূপ যিনি ক্ষত্রীকুলোদ্ভব,
যাহার গৌরবে ক্ষীতি আজ গরবিত,
সেই সে প্রাণের পতি মম,
সেই বীর শ্রেষ্ঠ বিজয়কেতন,
যাহারে স্বামিত্ব পদে করেছি সাধনা ।
জীবন যৌবন আর আত্মবলি,
দানিয়াছি যার পদে করিয়ে মানস,
পূরায়েছেন সে বাসনা ভক্তাধিন হরি,
এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ।

বি—সত্য, কিন্তু বল দেখি সতী ?
নয়নেতে এ তাবত যারে না হেরিলে,
অন্তরের ভাব যার নাহি জানা গেল,
অথচ দানিলে মাল্য অন্য পাত্র গলে,
বুঝ দেখি কোন ভাব এবে সে ঘটাল ।

জ—ওহো ?
বুঝিয়াছি নাথ তব অন্তরের ভাব ?
অসতী, নষ্টা, দুষ্টা, ভ্রষ্টা, এইতো ?
নষ্টা নই, দুষ্টা নই, নাহি সঙ্গ তার,
কি ভয় তাহাতে ?
মর্ম্ম কথা মোর ধর্ম্ম তা জানে ?
বরিয়াছি মাল্য তোমা দেবীর আদেশে ।

বি—কি ? কি ? বল প্রিয়ে দেবীর আদেশ ?
দেবীর আদেশ ? এ কেমন কথা ?
ঘুচাও সংশয় মম ?
এ মিনতি মোর ।

জ—হাঁ শুন বলি ?

আদ্যাশক্তি চণ্ডীকার সেবিকা দুঃখিনি,
মহাষ্টমি দিনে, ব্রতী-আমি,
তন্ময়ে ছিলাম মগ্না চণ্ডীকার ধ্যানে,
ঐশ্বরিক শব্দে মাতা আদেশিল মোরে,
বিবাহ বাসরে বৎস কল্পিত যে বর,
তারে তুমি মাল্যদান করিবে বাছনি,
আছয়ে স্মরণ মম সেই উপদেশ,
তাই সে বরেছি তোমা শুনহ প্রাণেশ।
এটী সেই ঐশ্বরিক বাক্য ?

বি—হাঁ ? এখন বুঝিলাম বিশেষ।
কিন্তু। নাহি জান প্রিয়ে,
কতদিন রবে ধরায় বিজয়কেতন ?

জ—কেন ? এমন কি ঘটেছে নাথ ?

বি—এমন কিছুনয় ?
দানিলে যাহারে মাল্য,
ঘটীবে বৈধব্য।

জ—সেকি ?

বি—হাঁ ?
অদ্য নিশা অবসানে তার,
জীব লীলা হইবেক শেষ—

জ- এঁ্যা ? সেকি ?
কেমনে জানিলে প্রাণবল্লভ ?

বি—ওহো? প্রিয়ে? প্রাণেশ্বরী?
ফাটে বুক? ফাটে বুক?
কহিতে দারুণ কথা।
আমি, আমিই—আমিই—সেই
হতভাগ্য বিজয়কেতন।
প্রাণাধিকে? জয়াবতী? জয়াবতী?
প্রাণের জয়া?
কেন তুমি ভ্রম বসে গলে মাল্য দিলে?
ওহো! কি হবে? কি হবে? জয়া, জয়া,
আমি কি তোমায় পাব? আঃ আঃ আঃ—

জ—এঁ্যা এঁ্যা আপনিই কি সেই, আপনিই কি হতভাগিনীর হৃদয় দেবতা? ওহো! ধন্য ধন্য? আজ আমি ধন্য হলেম? মা জয়দুর্গা দুঃখিনী তনয়ার বাসনা পূর্ণ করেছেন? হৃদয় বল্লভ? এস এস রাখি হৃদে তোমা ধনে করি শান্ত প্রাণ।

বি—প্রাণেশ্বরি শান্ত হও? ধৈর্য্য ধর? এখনি হইবে গুপ্ত রহস্য প্রকাশ।

জ—এঁ্যা? ধৈর্য্য ধৈর্য্য? কেন কেন? আপনার অল্পায়ু কেমনে জানিলে?

বি—শুনিয়া পিতার মুখে আজ পাঁচ দিন,
ছদ্মবেশে অজ্ঞাতেতে ঘুরি প্রাণ প্রিয়ে?
আজ মাত্র আসিয়াছি এই রত্নগড়।
আসি জানিলাম তথ্য এক পথিকের পাশ?
পাত্রস্থ হইবে তুমি তাই সে আনন্দ।

শোভাযাত্রা হেরিবারে বাড়িল কৌতুক,
দাড়াইলাম রাজপথে অটবি অন্তরে,
আচম্বিতে রাজদূত আসিয়ে জনেক,
ধরিয়া লইল মোরে রাজ সন্নিধান।
হেরিয়ে ভূপতি মোরে কি জানি কি ভেবে,
প্রকাশ করিল মোরে অন্তরের ভাব ;
বড়ই বিস্ময় চিত হইয়া তখন,
ভাবি মনে হায় বিধি একি সংঘটন।
পোহালে শর্ব্বরি যারে গ্রাসিবেক কালে,
বিবাহ তাহার পুন আছে কি ললাটে,
জয়াবতীর পতি হবে বিজয়কেতন,
আহা ! একদিনে উভয়ে কি হইব পতন।
এই কি বিধির বিধি এই কি লিখন,
করমের ফলে জীবে হয় সংঘটন,
জন্মালেই মৃত্যু আছে কি ভয় তাহাতে,
বুঝিব দেখিব শেষ কি আছে ললাটে।
এত ভাবি চিত্ত স্থির করিলাম শেষ,
দুষ্টের কপট কার্য্য জানিলাম বিশেষ,
ক্ষত্রীকুল অমর্য্যাদা হেরিব কেমনে,
দমন করিব দেখি কার বাপে রাখে।
চিত্তস্থির করি আমি জানালাম রাজারে,
মহানন্দে নরপতি সাজালেন আমায়,
সাধিতে আপন কায বরবেশ ধরি,
লভিলাম তোমারে আজ শুন প্রাণেশ্বরী।
জয়া ? জয়া ! পাব কি তোমারে সতী,
বিজয়ের আরাধিতা দেবী,
পোহাইলে বিভাবরি হইব নিধন ?

আর কি হেরিব প্রীয়ে ও চাঁদ বদন,
ওহো ! ফাটে বুক কহিবারে নিদারুণ কথা,
কিন্তু না কহিলে নয়,
যা আছে ধাতার মনে অবশ্যই হবে,
বিধির নিয়ম কেবা করিবে লঙ্ঘন।
এখন বুঝিলে কি বরাননে আমার কাহিনী ?
বুঝ অনুমানে কি হোতে কি হোল।
রাখিতে পারিবে সতী সতীত্ব গৌরব,
জিয়াইয়া এ মৃত পতিরে ?
সিমন্তীনী ?
পারিবে রাখিতে সতী সিমন্ত সিন্দুর,
সতীত্ব গৌরব ধ্বজা বিশ্বে কি উড়িবে,
হতভাগ্য বিজয় কি পাইবে তোমায় ?
আঁধার হইল প্রিয়ে হৃদয় আলোক,
ওঃ হোঃ হোঃ ফাটে হৃদি,
হা ভগবান ! ভাগ্যে কি এই ছিল ?

(চিন্তা)

জ—এঁ্যা ! একি উন্মাদ কাহিনি,
আপনি কি বলিতেছেন ?

বি—সত্য প্রিয়ে ? নাহিক সময় আর,
যামিনির ত্রিযামা বহির্ভূত,
হের ? সুখহরা শুকতারা উদিত গগনে,
রহিতে নারিব আর।
এস প্রাণেশ্বরি ?
ধর বিজয়ের নামঙ্কত রত্নাঙ্গুরি,
চম্পক কলিকাঙ্গুলে কর পরিধান ?

ধর প্রিয়ে ?
হতভাগ্যের গজমুক্ত কণ্ঠহার দিনু তব গলে ?
ধর সতী ? এই হতভাগ্যের আলেখ্য ?
দেব জ্ঞানে হৃদে যারে করেছ ধারণ,
আমিও ঐ দেবী হৃদে করেছি স্থাপন।
আর কিছু নাহি সতী তোমারে অর্পিতে,
আছে ক্ষণ মাত্র জীবন এ দেহে ?
দিলাম তোমারে প্রিয়ে জনমের মত।
চলিলাম আমি ছাড়ি এ মর জগত।
এজগতে আমা দোঁহার নাহি সম্মিলন,
অনন্ত জগতে সতী হইবে মিলন,
নতুবা কি এক দিনে যুগল দম্পতি
সহমৃতা আরোহিবে সঙ্গের সঙ্গিনী,
এই সে ধাতার বিধি হয় অনুমান,
নতুবা হইবে কেন হেন অঘটন।

জ—এঁ্যা! এঁ্যা! আপনি আমায় ছেড়ে যাবেন ?

(বিজয়ের বক্ষে পতন ও বিজয় কর্ত্তৃক বক্ষে ধারণ
ও ক্ষণ পরে চৈতন্য)

বি—কেন হে কাতরা প্রাণে ?
ললাট লিখন, খণ্ডন না হয় কভু ?
তবে এই কথা ? শুন বলি ?
প্রতিবাদী হলে প্রিয়ে,
সব নষ্ট হইবে সমূলে ?
তাই বলি সাবধান।

জ—এঁ্যা! তবে কি হবে?

সঙ্গের সঙ্গিনী নাথ যাবে তব সঙ্গে।

গীত।

আমি যাব যাব তোমারি সনে,
নিষেধ করনা আমায় ধরি চরণে।
সত্য কহি তব পাশ, এ প্রাণ করিব নাশ,
কার তরে ধরি বল, কে আছে হে তোমা বিনে।

বি—প্রাণেশ্বরী?

হইবে কি সহমৃতা তুমি মম সাথ?

জ—নিশ্চয়?

বৈধব্য যন্ত্রনা ভোগ কভু না করিব,
করিনু প্রতিজ্ঞা দৃঢ় শুন প্রাণেশ্বর।

বি—ভাল তাই হবে? আগে একটা কথা শুন?

জ—বলুন?

বি—যেইক্ষণে হেথা হতে হইব বাহির,
আসিবে দুর্ম্মতি গৃহে প্রবেশের তরে,
পিতা পুত্রে কারাবাস দিবে হে ভাবিনি?
এই সে আদেশ মম করিবে পালন।

জ—নাহি চিন্তা তার তরে শুনহে প্রাণেশ,
সমুচিত প্রতিফল দানিব দোহায়।

বি—হঁা? তা হলেই হোলো?
শুন আর একটী কথা।

জ—বলুন ?

বি—দেবী বর পুত্রী তুমি কি ভয় তোমার,
স্মরণ লওহে পদে করিয়ে কামনা ?
অবশ্য প্রসন্না হবেন সঙ্কট হারিণী,
কাল বারিণী মাতা কালী কাল হন্তা।
বুঝেছ ?

জ—যে আজ্ঞা তাই হবে ?

বি—আর একটী উপদেশ—

জ—বলুন ?

বি—হের প্রিয়ে ?
এই যে উজ্জ্বল দীপ আধার আলোক,
বিজয়ের জীবনের পরীক্ষা স্বরূপ,
নির্ব্বাপিত হলে দীপ জানিবে নিশ্চয়,
বিজয়ের জীব লীলা হলো নির্ব্বাপিত,
নতুবা নয় ? বুঝেছ। (বাহুপাশে বদ্ধ)
প্রাণেশ্বরি ?
আর কি পাইব হৃদে ধারণ করিতে ?
ওহোঃ হাঃ হাঃ হাঃ রে হত বিধে,
পরিণাম কি এই শেষ ?

(বেগে প্রস্থান)

জ—এ্যাঁ ? ওগো তুমি গেলে ?
(পতন ও মূর্চ্ছা ক্ষণ পর চৈতন্য)

গীত।

আর জীবন কেন আছ পাপ দেহে,
পতিহারা শোক সয়ে থাকাতো উচিত নহে।
প্রাণ কার তরে, আছ আর কলেবরে,
পতির বিচ্ছেদানল হৃদয়ে আর না সহে।
কি কব অধিক, বিনা প্রাণাধিক,
এখন আছ এ দেহে ধিক ধিক ধিক,
ধিক ধিক তোরে তব কায প্রণে না সহে।

(ছদ্মবেশী বরের প্রবেশ)

(দৃশ্য)—কে ? কে তুই নরাধম ? চৌর্য্য বেশে রাজ অন্দরে, কে তুই শীঘ্র উত্তর দে ?

ছ-ব—কেন ? কেন ? আমাকে চিন্তে পারচ না ? আমি যে বর ?

জ—কি এতদূর-স্পর্দ্ধা ? দুরাচার, নর-পিশাচ, রাজকুল পাংশুল ?

(সখির প্রতি ডাক সখি শ্যামাঙ্গিনী)

(নেপথ্যে উত্তর যাই দিদিমণি)

(শ্যামাঙ্গিনীর প্রবেশ)

শ্যা—কেন দিদিমণি আমায় ডাকৃচো ?

জ—হাঁ নিয়ে আয়তো সন্মার্জ্জনি ? ঐ হতভাগাকে উত্তম মধ্যম ঘা কতক দেত ? মার মুখে লাথি, ভাং বুকের ছাতি ? লম্পট বিশ্বাসঘাতক, চোর, সতীত্ব নাশের চক্র, কুচক্রী, জান না ? এ যে যমালয় ? তার প্রতিফল দিচ্চি ? (মার শ্যামা)

(শ্যামা কর্ত্তৃক তথা করণ)

(প্রহারে বর বাবারে বাবারে চিৎকার করিয়া ধুলায় লুণ্ঠন)

(কি হোলো? কি হোলো? বলে পুরবাসীনি ও রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি সকলে উপস্থিত)

জ—পিতঃ? পিতঃ?

করহ শৃঙ্খলাবদ্ধ সত্বর পিতাপুত্রে,
কর কারারুদ্ধ? সুবিচার হইবে প্রত্যুষে।

রা-রণ—মা? আমিতো কিছু বুঝ্‌তে পারিনা? কি হয়েছে মা?

জ—বাবা? বাবা? কি বলবো?

কুক্কুর হইয়ে করে যজ্ঞ হবি আশ,
স্পর্শিতে গগন চাঁদে বামন প্রয়াস।

বাবা! দেখুন দেখি চেয়ে? আপনি কি এই কুরূপ কু-পাত্রে জামিতৃপদে বরণ করেচেন? এরা পিতাপুত্রে উভয়েই কুটীল, শঠ, কুচক্রী, কি বলবো, আমি এখনিই আমার শাণিত কৃপাণে ওর মস্তক ভূপতিত করিতে পারি? তা আমি করিব না?

রা-রণ—(দৃশ্য) ওমা? তাইতো? কে এ? (ক্রোধে) কেরে দুর্বৃত্ত? শৃগাল হইয়ে আশ সিংহ সঙ্গে বাদ? সেনাপতে? আবদ্ধ করিয়ে দোহে রাখ কারাবাস?

সে—যে আজ্ঞা।

(সেনাপতি তথা করণ)

রা-চ—মহারাজ এই কি বিচার হোলো?

রা-রণ—হ্যাঁ? যেমন উনুন মুখো দেবতা, তেমন ঘুটের পাশ নৈবিদ্য অবরোধ করহ সকলে?

সে—যথা আজ্ঞা?

(হৈ চৈ ও বা বা কি হলোরে?)

(পট পরিবর্ত্তণ)

রাজ পথ।

(নগরবাসীদ্বয়ের প্রবেশ)

১-ন—কিরে ভাই, এই ভোরবেলা রাজবাটীতে কিসের গোলমাল রে ?

২ ন—কি জানি ভাই ? রাজবাটীতে নাকি কে চুরি করে রাজ-কন্যেকে বিয়ে কত্তে এসে ধরা পড়েছে ? তাই এত গোলমাল হচ্ছে ?

১-ন—দুর হতভাগা ? সেত সন্ধে রাত্রে বিয়ে হয়ে গেছে সেত বড় সুন্দর বর ?

২-ন—হাঁ হাঁ ? তাকি আর দেখিনি ? এ নাকি এই ভোরবেলা ?

১-ন—আচ্ছা সে বর কি ঘরে নাই ?

২-ন—কি জানি ভাই ? শুনচি তো ঘরে নাই সে নাকি গঙ্গাস্নানে গেছে ?

১-ন—আচ্ছা, রাজকন্যে কি করচে ?

২-ন—রাজকন্যে এই খ্যাপ্পা হয়ে রেগে কাটতে যায় আর কি ? অমনি শ্যামা সখি তারে ধরে ফেল্লে ? আর সে নিজে বরটাকে ঝাটা মেরে লাতয়ে লাতয়ে ভুয়ে ফেলে দিয়েছে ? শেষে অজ্ঞান ? হুঁ বাছাধন টের পায়নি ? কোথায় এসে পড়েছে ? তাই এই ধর পাকড় ? যাক্ আমাদের আর কথায় কায নাই কে দেখবে, কে শুনবে ? চল আমরা গঙ্গার দিকে যাই ? সেখানে দেখিগে কি হচ্চে ?

(নেপথ্যে শব্দ কেরে)

ঐ ঐ চল চল পালা পালা ? উভয়ের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

রাজ-অন্দর।

(রাজা, মন্ত্রী, মহারাণী, জয়াবতী ও অন্যান্য সকলে আসীন)

রণধীর—(জয়ার প্রতি) আচ্ছা মা ? আমি তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা করি সত্য বল ? তুমি যাহার গলায় বরমাল্য অর্পণ করেছ তার কি কোন পরিচয় পেয়েচ ? আর বাসর রাত্রে তিনি গঙ্গাস্নান গেলেন কেন ? আমিতো মা এর কিছু অনুভব করতে পারিতেছি না ?

জ—হাঁ বাবা ? তিনি আমার বাঞ্ছিত পতি দেবতা, আমি আশৈশবে তাঁহাকেই মনে মনে মাল্যদান করে ভগবতীর জয়দুর্গার স্মরণাপন্ন হয়ে তাঁরই পাদপদ্মে জবা বিল্বদলে পূজা ও ধ্যান করিয়া আসিতেছি ? তা এতদিনে সেই বাঞ্ছাপূর্ণকারিনি আমার সেই হৃদয় দেবতাকে কল্পিত বর বপুতে প্রদান করিয়া আমার চির আশা পূর্ণ করেছেন ? কিন্তু বাবা ! জানিনা ? এ হতভাগিনীর এরূপ দুরাদৃষ্ট ? (ঐযে কথায় বলে সদ্য বিধবা তা তাই আমার ললাটে ?) আমার হরিষে বিষাদ ? কি হবে বাবা ? (রোদন)

রা-রণ—এ্যাঁ ! কি বল্‌চো মা ? সদ্য বিধবা কি ? আমিতো কিছুই বুঝতে পারি না ?

জ—হাঁ বাবা ? তাঁর পরমায়ু এই পর্য্যন্ত ? বিবাহের রাত্রশেষে সূর্য্য উদয় মুখে তাঁর মৃত্যু ? তিনি নিজ মুখে এই বলে অলোকার রাজ ঘাটে গিয়াছেন ?

রা-রণ—বলকি ? ভাল ? তার কিছু পরিচয় পেয়েছ কি ? বা তিনি কোন স্মৃতিচিহ্ন তোমায় দিয়ে গেছে কি ?

জ—হ্যাঁ বাবা ? এই দেখুন তার স্বুবর্ণ মণ্ডিত গজ-মুক্তাহার আমায় অর্পণ করেছেন ? (হার প্রদান) এই দেখুন তাঁর স্বনামাঙ্কত স্বুবর্ণ মণ্ডিত

হীরকাঙ্গুরি ? আর এই দেখুন ? আমার সেই হৃদয় দেবের আলেখ্য ? যিনি সৌর্য্যে, বীর্য্যে, ধর্ম্মে বিরত্তে আমাদিগের আর্য্য বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নেতা ও বীর বাহুবলে পৃথিবীস্থ রাজন্যগণে নত মস্তকে দণ্ডায়মান ? এমন কি আপনিও তাঁর বশবর্ত্তী ? (জয়াবতী পিতার হস্তে সমস্ত অর্পণ করিল ও রণবীর দর্শন করিলেন) বাবা ইনি কে আপনি কি চিনে পেরেছেন ?

রণ—ওহো ! ধন্য ধন্য আজ আমার বংশাবলি ধন্য হোলো ? মা তুই আজ আমায় বড়ই ধন্য করিলি ? আমি চিনেছি ? বড় দুর্লভ ধণ আমার অদৃষ্টে লাভ হয়েছিল কিন্তু ?

জ—কেন বাবা ? কিন্তু বলে কিন্তু হচ্চেন ?

রণ—বড় ভয় হচ্চে ? এ অকাল মৃত্যু কি তার নিয়তী ?

জ—নিয়তী সত্য ও অখণ্ডনীয় ? কিন্তু তিনি একটী নিদর্শন দিয়ে গেছেন ? আর বলে গেছেন জয়া তুমি দেবীর বরপুত্রী ? আমার এই বিপদে তুমি মার স্মরণাপন্ন হও অর্থাৎ ঘটস্থাপনা পূর্ব্বক তাহার অর্চ্চনা কর ? অবশ্য দয়াময়ী দয়া করিবেন ? আর এই যে উজ্জল আলোক যাহা প্রজ্জলিত হইতেছে এটী নির্ব্বাপিত হলেই যেন যে আমার জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে ? আর যদ্যপি নির্ব্বাপিত হতে হতেও প্রজ্জলিত হয়, তখন যেন আমি পূনর্জীবন লাভ করিলাম ? আমি যে স্থানে থাকি সত্বরে উপস্থিত হইব ? আমি প্রহরেক পর্য্যন্ত না আসিলে আমার তত্ত্বের প্রতিবিধান করিও ? তা বাবা আমি মায়ের পূজায় বসি ? আপনারা এই আলোকের প্রতি দৃষ্টী রাখুন ?

রণ—বেশ বেশ তাই কর মা ?

জ—(শ্যামার প্রতি) সখি আমার পূজার আয়োজন করে দে ?

(সখি কর্ত্তৃক পূজার আয়োজন)

(জয়াবতীর পূজা অন্তে ধ্যান ও স্তব)

জয়াবতীর স্তব।

জয় জয় চণ্ডীকে, কপাল মালিকে,
কালীকে কাল ভয় হরা।
জয়, বিপদ বারিণী, দুর্গতি নাশিনী,
মুক্তি প্রদায়িনি তারা॥
জয়, জগত জননি, জগত পালিনি,
শিবানি বরাভয় করা।
মাতঃ, প্রীসিদং প্রীসিদং প্রীসিদংহি তারা॥
জয়, শম্ভুঘাতিনি, শম্ভু বিহারিণী,
শিবানি শঙ্কর দ্বারা।
জয়, চিন্তা রূপিনি, অচিন্তা বারিণী,
শক্তি সনাতনি পরাৎপরা॥
জয়, কাল ভয় বারিণী, মহাকাল প্রসবিনি,
চণ্ডীকা খর্পর করা।
রক্ষং রক্ষং মম পতিমে কুরু কৃপাহি কাতরে তারা॥
এস পুষ্পাঞ্জলি জয় দুর্গৈ ই নমঃ।

(পুষ্প প্রদান)

(সহসা সকলে আলোক দৃষ্টি করিয়া কি হোলে, ?
আলোক নির্ব্বাপিত হল)

জয়—(আলোক দৃশ্যে) এঁ্যা! ওগো আমার কি হোলো, আমার কি সর্ব্বনাশ হোলো! বুক যে ফেটে গেল! মা! মা! ওহো! হা বিধাত তোর মনে কি এই ছিল? ওহো! নাথ, প্রাণেশ্বর, জিবিতেশ, এ হতভাগিনীকে ছেড়ে তুমি কোথায় গেলে? আমি যে চির সঙ্গিনী, সঙ্গে যাব সঙ্গে যাব দাড়াও দাড়াও ওহো? (পতন ও মুর্চ্ছা)

(সকলে শুশ্রূষা করা ও চৈতন্য)

গীত।

কোথায় গেলে প্রাণনাথ দাসীরে ঠেলি চরণে,
ফুরাল কি জীব লীলা এ কঠোর কাল শাসনে।
এস নাথ কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াও,
হৃদয়ের রাজা হয়ে কোথা পড়ে আছ ধরাশনে।
তোমা বিনা কেবা আর, নয়নে হেরি আঁধার,
কি কাজ জিবনে আর, আজ ঝাপ দিব হে হুতাশনে।
পড়ি দুর্গমে ডেকেছি দুর্গে, তাই দুর্গতি ঘটালি ভাগ্যে,
ভাল দয়াময়ী নাম রাখিলি এই ছিল কি তোর মনে।

(শূন্যে দৈবাবাণী)

দৈববাণী।

মাভৈঃ মাভৈঃ বাছা কেঁদোনাক আর,
পাবে সতী নিজ পতি চিন্তা কি তাহার।

জ—(আনন্দে) এঁ্যা এঁ্যা পিতঃ পিতঃ ?
ঐ শুনুন ঐশ্বরিক বাণী ?
নাহি চিন্তা আর ?
পিতা, ঐ দেখুন ? যামিনী অবসান প্রায় ?
ঐ যে মার্ত্তণ্ড দেব রক্তিমা বর্ণেতে ?
উদ্ভাষীত হতেছে ধরায় ?
এই সময় ? লহ তাত ?
রাজঘাটে তত্ত্ব একবার;
আর রাখুন সতর্ক দৃষ্টি
আলোক উপরে।

(সকলে তাই হউক)

জ—হ্যাঁ ? (পুঃ সকলে এই জলেছে এই জলেছে বলে আনন্দ)

রা-রণ—যাও মন্ত্রী ? সত্বর রাজঘাটের সমাচার আনয়ন কর ?

ম—যে আজ্ঞা।

(পট পরিবর্ত্তন)

অলোকার রাজঘাট।

গঙ্গাগর্ব্তে আকুণ্ঠ পূর্ণাবস্থায় বিজয়কেতন ও অন্য পার্শ্বে ধ্যানমগ্ন সিদ্ধপুরুষ সিদ্ধার্থ ও লুকাইত দুইজন নগরবাসী, যম, চিত্রগুপ্ত, যমকিঙ্কর, জয়া ইত্যাদি।

বি—হা ভগবান ?

এই কি বিধান তব দেব ?

ইচ্ছাময় তুমি ?

তব ইচ্ছা পূর্ণ হউক নাথ।

ওহো হা পিত, হা মাত,

মাগো ?

আজ এ হতভাগ্যের পূর্ণদিন,

গ্রাসিতে আসিছে কাল ঐ

পিতা ! পিতা !

বড় শেল রহি গেল হৃদে, মরণ সময় নাহি,

হেরিলাম শ্রীপদ।

আহা মাগো ?

দেমা বিদায় তোয় অধম সন্তানে,

বিজয়কেতন নাম,

আজ হতে বিলুপ্ত জগতে।

জয়াবতী।

হায় ? হায় ? হায় ?
কোন কার্য্য সাধিলাম আসি এ জগতে,
জনক জননী সেবায়, হলেম বঞ্চিত।
ধিক ধিক এ জিবনে, আর বাঁচিতে সাধ নাই,

দে ?
দে মা বিদায়, তোর অধম সন্তানে,
জিবনান্ত হলে যেন, পূর্ণ হয় আশ।
ওহো ফেটে যায় ? ফেটে যায় ? বুক ফেটে যায় ?
জয়াবতী ? জয়াবতী ? প্রাণেশ্বরী ?
বড়ই অবোধ কার্য্য করিয়াছ সতী।

প্রিয়তমে ?
কেন মাল্য দানিলেহে, হতভাগ্য গলে ?
সহিবারে বৈধ্যবের যন্ত্রনা জিবনে ?
উহুঁ ? না ? না ?
জানি ভালমতে তোমা, সতী তুমি বুদ্ধিমতি,
পবিত্রা, সরলা।

সাদ্ধী ?
দেবী বর পুত্রী তুমি,
কৈ ?
দয়া তো হোলো না মার,
দুঃখিনী তনয়ে।
তাই বলি ? বিধির লিখন,
খণ্ডন না হয় কভু।
নাহি দোষ তব, সকলিই কর্ম্ম ফলাফল।
উঃ কি পরিতাপ ? এই কি বিধির খেলা ?

যুগল দম্পতি এক লগ্নে চিতা আরোহণ ?
নাহিক প্রেমের মিল, এ মর জগতে।
ওহো ? হো ? যাক্ যাক্ সব যাক, যাক্ ছারে খারে,
কি ফল রাখিয়ে আর এছার জিবন।
এস ? এস ? প্রাণেশ্বরী ?
চল ? চল ? যাই সেই শান্তি নিকেতনে,
যেথা ?
শোক, দুঃখ, বিরহ, বিচ্ছেদ ভয় নাই,
আছে মাত্র এক প্রেমধন।
প্রেমের প্রতীমা তুমি সাজায়েছ ? হৃদয় কন্দরে।
নাহিক মোদের স্থান
চল যাই সেই অনন্ত ধাম।
সংযোগ মিলনে প্রেমে, গাব গুন গান,
যাবে ভ্রান্তি পাবে শান্তি প্রাণে
সেই শান্তি নিকেতনে ?
হেরিব মুরারি হরি, তৃপ্ত হবে মন ?
নাহি চাহি মরত ভুবন।

(দৃশ্য)

ঐযে পূর্ব্বদিক হোলো আলোকিত ?
এ বিশ্ব জগতের চক্ষু ও সাক্ষী স্বরূপ,
ঐযে ভগবান ভাস্কর উদিত হতেছেন ?
তবে আর কেন ?
এইতো সময় হোলো, একবার ভগবানকে ডাকি,
কি বলি ডাকিব, ভগবানে ?
নাহি জানি ভজন পূজন তবে কি বলি ?
যা হয় করি—

গীত।

কাতরে করুণা কর করুণা নিদান।
যায় হে জীবন, মধুসূদন, রাখ ভগবান॥
অজ্ঞান পামর মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
স্বগুণে কমলাপতি শ্রীপদে দিও স্থান।
রবিসুত এখনি এসে, বলেতে ধরিবে কেশে,
পাশে বাঁধি হরি শেষে, লইবে পরাণ।
নাহি ডরি এ প্রাণান্তে, নাহি ডরি সে কৃতান্তে,
যদি থাকে মতি পদপ্রান্তে, অন্তে পাব স্থান।

(প্রণাম)

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে॥

(বিজয়ের দৈব হাঁচি)

সি—ওঁ স্বস্তি—সহস্র জীব ?

বি—(দৃশ্য) এ কি ?
ইনি কখন এলেন, কে ইনি ?

(দৃশ্য ও প্রণাম)

হা ভগবান !
কি বাক্য নির্গত হল শ্রীমুখ হইতে ?
ব্রাহ্মণ ?
জানি ভালমতে, ব্রাহ্মণে গোবিন্দে নাহি ভেদ।
তবে কথা নাই ? ভাবি তাই ?
কেমনে সফল হবে এ কল্যাণ বাণী ?

সি—কেন বৎস ফলবতী না হইবে বাক্য ?

বি—নাহি জান দেব ?

এখনি গ্রাসিবে মোরে, অকালে সে কাল ?

আছে মোর ললাট লিখন ?

নিয়তি কেন বাধ্যতে ;

মুহূর্ত্ত পরেতে হবে জীবলীলা শেষ।

তাই ভাবি দেব ? কেমনে সফল হবে,

এই ব্রহ্ম বাণী ?

সি—কেন বৎস ? কি হয়েছে তব ?

হেরি তোমা বর বপু বেশ,

মহারাজ রণধীরের তুমি কি জামাতা ?

যাহার উদ্বাহ ক্রিয়া হলো এই রাতি।

বি—অজ্ঞা হাঁ।

সি—কেমনে আইলে তুমি ?

বি—"নিয়তি কেন বাধ্যতে"

নিয়তিতে এনেছে ভগবান ?

সি— ওহো, বুঝেছি বুঝেছি, দেখি।

বি—প্রভু নাহিক সময় আর ?

এখনি গ্রাসিবে মোরে সে কাল কৃতান্ত।

ঐ উদিত গগনে ভানু,

আর নয়, আর নয় ? ঐ ঐ এলো এলো।

সি—কি তোমার মৃত্যু ? না ! না ? আমি মর্‌তে দিব না ? মাভৈ, ভয় নাই ? কৈ কৈ কে আস্‌চে ?

বি—ঐ ঐ যে প্রভু ? পা—শ—হা—

(ব্রাহ্মণের ক্রোড়ে পতন ও মূর্চ্ছা)

(সিদ্ধার্থ ক্রোড়ে ধারণ)

(পাশ হস্তে যমদূতের প্রবেশ)

সি—(দৃশ্য) কে, কে, তোরা ?

১-দূ—ওরে বাবা ? রোগাটে বামুণটার কথার ধরণ দেখ ? এখন টের পাস্‌নি ? যে দিন ধরবো আর টুঁ-টী কত্তে দেব না ? বল্লেন কিনা কে তোরা ? আরে মোলো।

২-দূ—আরে থাম থাম ? বামুণটা বড় তেজি, দেখ্‌চিস্ না চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্চে ?

১-দূ—সেটা সত্যি ? তা কি করবি, এগোনা দেখি ?

২-দূ—হাঁ এই যাই ? (অগ্রসর) বলি ও ঠাকুর, এ কি কচ্চেন ? ওকে ছেড়ে দিন আমরা নিয়ে যাই।

সি—কে, কে তোরা ? যম-কিঙ্কর, যা যা ফিরে যা বল্‌চি ? ফিরে যা ?

২-দূ— ও ঠাকুর ! ওর যে সময় হয়ে এসেছে ? দেও, ছাড় কোল থেকে ?

সি—(ক্রোধে) সাবধান ? এখনি উচিত প্রতিফল দিব ? (জল গণ্ডুষ ধারণ) যা তোদের রাজাকে বল্‌গে যা ?

২-দূ—ওরে ভাই গতিক ভাল নয়, দেখ্‌চিস্ জল-গণ্ডুষ ধরেচে ? এখনি অভিশাপ দিবে ? চল্ রাজসভায় গিয়ে বলি ?

(যমদূতের প্রস্থান)

সি- কি ? আমি ব্রাহ্মণ ? আমার কি ব্রহ্মতেজ নেই ? আমার বাক্য কি মিথ্যা হবে ? না, কখনই না ? তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, ধর্ম্ম বিচারি হবে, আসুন ধর্ম্মরাজ।

(নগরবাসীদ্বয় দর্শন করিয়া)

১-ন—ওরে বাবা, ও কিরে? এঁ্যা এঁ্যা, পা—পা—পা।

২-ন—চুপ কর হতভাগা, দেখনা কি হয়?

১-ন—এঁ্যা, আমার গলা শুখ্‌য়ে এলো, এঁ্যা।

২-ন—চুপ খবরদার, গোল করবিতো এক চড় দেব।

১-ন—এঁ্যা, (নিস্তব্ধে দৃশ্য)।

(যমকিঙ্কর ও চিত্রগুপ্তের সহিত ধর্ম্মরাজের প্রবেশ)

সি—(ধর্ম্মরাজকে দর্শন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন)

নমস্তে ধর্ম্মরাজায় দণ্ডপানিনাং রবিসুতৌ।
নমস্তে কাল নিয়ন্তা বিশ্বরূপেন চরাচরং॥
নায়ায়ণ সরূপস্থ বাঞ্ছা পূর্ণ কারিণম।
ত্রাহিমাং কাতরং কুরু শরণস্থ পদাম্বুজে॥

ধ—সিদ্ধার্থ?

বড় আনন্দিত আজ হইলাম আমি?
বড় সুখি হইলাম হেরি তব কর্ম্ম?
সার্থত্যাগ পরোপকারেতে যেই ব্রতী,
সেই সে জীবের শ্রেষ্ঠ এ বিশ্ব মাঝারে।
যোগী, জ্যোতি, ব্রহ্মচর্য্যা, উগ্রতপা ঋষী,
সমতুল নাহি হয় কর্ম্মযোগী সনে।
যেই জন কর্ম্মযোগী জ্ঞানের প্রভায়,
হেরয়ে নিখিল বিশ্ব নিজ করতলে।
তাই বলি, সত্য, সত্য?
একমাত্র ধর্ম্ম এই এ বিশ্ব মাঝারে।

যাষন করিয়ে যে বা করে কালাতীত,
অনায়সে পার হয় এ ভব জলধি।
মহা কর্ম্মযোগী তুমি সংসারের মাঝ ?
করি আশীর্ব্বাদ তব বাক্য হউক অব্যর্থ,
তাপষরূপেতে তপস্যায় করি সিদ্ধিলাভ,
হও সত্যবাদী জীতেন্দ্রিয় এ মর জগতে।
গাউক তোমার গুণ এ বিশ্ব মাঝারে,
বাঞ্ছাতীত ফললাভ করিবে তাপষ,
এই মম ধর আশীর্ব্বাদ,
এবে দেও বিজয়কেতনে,
হয়েছে জীবন-দীপ নির্ব্বাণ উহার।

সি—আজ্ঞা হাঁ, তা সত্য ? কিন্তু—

ধ—কেন, কিন্তু কেন ?

সি—বুঝুন অনুভাবে দেব !
এই যে বুঝালেন মোরে,
("সত্যমেব জয়তে")
তবে কি আপন বাক্য
মিথ্যা এ জগতে।

ধ—তাইতো বড়ই বিভ্রাট যে।

সি—যাক্ ব্রহ্মবাক্য রসাতলে,
হউক ব্রাহ্মণ এবে চাটুল বাচাল,
যাক্ ছারেখারে দীপ্ত ব্রহ্মতেজ,
কিন্তু ?
ধর্ম্মাধর্ম্ম লুপ্ত হবে ধর্ম্মের বিচার।
ছিঃ ছিঃ ছিঃ এ বড় দুঃখের কথা দেব ?

ঐ দেখুন জগতের সাক্ষরূপে,
দেব বৈকর্ত্তন,
দীপ্তীরূপে হতেছে প্রকাশ,
না হবে অবিধি বিধি তাহার সমক্ষে।

ধ—সিদ্ধার্থ?

বুঝিয়াছি আমি তব অন্তরের ভাব,
কর্ম্মযোগে জ্ঞানালোক পেয়ে জীবগণে,
ফলাফল লভে সেই আপন করমে।
আমি কি করিব?
নিয়তীর খেলা তার পঞ্চদশ বৎসর।

সি—সত্য? একবার দেখুন দেখি?

চি—আঃ ঠাকুর কেন গোলোযোগ কচ্চেন?
এই দেখ। (খাতা দৃশ্য ও বিস্ময়)

ধ—একি হোলো? ১৫০ হোলো কি করে?

চি—(চিন্তা) তাইতো হয়েছে! ওঃ যে সময় আমি ওর আয়ুদ্বয় দেখি, সেই সময় ঠাকুর ধ্যানস্থ ছিল, আর বিজয়কেতন দৈব সে সময় একটী হেঁচে ফেলেছিল, অমনি ব্রাহ্মণ সহস্র জীব বলে আশীর্ব্বাদ দিলেন, আমার কানে এই কলম ছিল তাথেকেই এই কালীর ফোঁটা পড়ে এখন ১৫০ বৎসর হয়েচে। তাইতো এখন যে দেখচি দিনে দিনে বিধির কলম রদ হোলো?

(জয়াবতীর আবির্ভাব)

চি—মহারাজ আর দেখেচেন, ঐ দেখুন? (দৃশ্য)

ধ—ওমা, তাইতো, ও কে? ও যে জয়াবতী? ভগবতীর সঙ্গিনী, উনি আবার কি চান?

জ—জননী আদ্যাশক্তির আদেশ যে, আপনি বরপুত্রী জয়াবতীর সতীত্ব-সিন্দুর রক্ষা করে স্বস্থানে প্রস্থান করুন।

ধ—যে আজ্ঞা মা ? তাই হবে ? আপনি স্বস্থানে প্রস্থান করুন ?

জ—হাঁ ?

(জয়াবতীর অন্তর্ধ্যান)

ধ—সিদ্ধার্থ বলি শুন ?

যোগাযোগ কঠোর সন্ন্যাস ব্রত আদি,
সমতুল্য নহে কভু কর্ম্ম যোগী পায ?
অভাব করিতে দূর অন্তর বাসনা ?
স্বার্থের কারণে জীবে সাধে সেই যোগ।
লোকস্থ গতি জীবে সাধনের ফলে,
গতায়াত সদা করে এ জীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে।
তিলেকের তরে হৃদে না ভাবে তাপস,
অজীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে যেতে শান্তিনিকেতন।
তাই ধন্য বলি কর্ম্ম-যোগী নিঃস্বার্থ জীবন,
পরহিতে ব্রতি সদা নির্লীপ্ত বা লিপ্ত,
এ মর জগত-কেন্দ্র হইবারে পার ?
তুমি যেই কর্ম্ম-যোগী হয়েছ ব্রাহ্মণ।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, তাপস প্রবর,
দেখাইলে জীবে তুমি সত্যের আলোক,
দুই কুল হল রক্ষা তব কর্ম্মফলে ?
বড় সুখী করিলে হে আজ ধর্ম্মরাজে।
বরপুত্রী জয়াবতীর দেবীর আদেশে,
এয়োত্ত রহিল তাঁর ?
রাখিলেন সতীত্ব-গৌরব আর তব ব্রহ্ম বাক্য,
মম আশীর্ব্বাদে ?
জীবন পাইল পুন বিজয়কেতন।

একটা [illegible]

যুগল দম্পতি যাবে শেষে নিত্যধাম ?

যাও যাও সবে এই মম নিয়ে আশীর্ব্বাদ ?

(বিজয়কেতনের প্রতি শুভদৃষ্টি)

(সকলকার অন্তর্ধান)

(মায়ানিদ্রা হইতে বিজয়ের চৈতন্য)

বি—এ্যা, একি প্রভু ? আমি এতক্ষণ আপনার কোলে
শুয়েছিলাম ? আঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ।
ক্ষম অপরাধ দেব নিকৃষ্ট সন্তানে,
কতই যাতনা প্রভু হইয়াছে তব।
নাহি ছিল জ্ঞান মম,
সমাচ্ছন্নে নিদ্রাবসে ?
অবসাঙ্গে ঢলিয়া পড়েছি তব অঙ্কে।

সি—না বাপ ? আমার কোন কষ্ট হয় নাই ? আমি জানি তুমি বর-সাজে এখানে এসেছ, সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় নাই, তা না হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছ, তাতে ক্ষতি কি ? আমার কোন কষ্ট হয় নাই ?

বি—ভগবান ! আমি নিদ্রাবস্থায় কত যে বিভিষিকাময় স্বপ্ন দেখেচি তা আর বল্‌তে পারিনি, যেন এ জগতে ছিলাম না ?

সি—হতে পারে, ও সব কিছু নয়, ও সব মনে কোরো না ? ঐ দেখ বেলা উঠে পড়েচে, এখন চল ?

বি—যে আজ্ঞা ?

(প্রস্থান)

(পট পরিবর্ত্তন)

রাজপথ।

রাজবাটীর তোরণ দ্বার।

(রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি ইত্যাদি)

রণ—সেনাপতে ?

সত্তর বারতা আন রাজঘাট হতে ?
বড়ই কাতর মম প্রাণ।
যদি কিছু সুমঙ্গল দেখহে তথায়,
সত্বর আনিবে সবে যত্ন সহকারে,
যাও যাও বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।

(নগরবাসীদ্বয়ের প্রবেশ)

১-ন—ওরে হতভাগা !
পা-লা পা-লা ? ঐ-ঐ-ঐ বাঁ-বাঁ-বাঁ-।

২-ন—ও বা-বা য-য-ম ধ-র-লে-লে ঐ-ঐ-ঐ- ?

(রাজবাটীর সম্মুখে পতন ও মূর্চ্ছা)

(সকলে দৃশ্য)

একি, একি ? কে, কে, এরা ?

(সকলে বেষ্টন)

ম—ওরে তোদের কি হয়েচে ?

১-ন—পা-লা পা-লা ঐ-ঐ-ঐ বাঁ-বাঁ-বাঁ—

২-ন—ও-বাঁ-বাঁ য-ম ধ-র-লে-লে ঐ-ঐ—

(নিস্তব্ধ ও ক্ষণপরে চৈতন্য)

রণ—এই ব্যাটারা বল্ কি হয়েচে ?

১-ন—কে বাবা তুমি ? যমরাজ ? না-না-না বাবা আমি নই ? আমি নই ? ঐ-ঐ-ঐ ওকে ধর ধর ?

২-ন—ও বাবা একি যমের বাড়ী এলুম নাকি ?

রণ—এই হতভাগা ? বল কি হয়েচে ?

১-ন—কে বাবা তুমি যম ? দাঁড়াও আগে দেখি আমার প্রাণটা আছে কি না, তার পর বল্‌চি ?

রণ—আচ্ছা ভাল ? স্থির হয়ে বল্‌ ?

(উভয়ে রাজাকে দর্শন করিয়া স্থির হয়ে করযোড়ে বলিতে লাগিল।

১-ন—মহারাজ! আপনার বাড়ীতে ভোরে কি গোলমাল ঘটেচে ? তাই দেখতে আমরা তুজনে পথে দাঁড়িয়ে ছিলাম, শুনিলাম কে নাকি ভোর রাত্রে বর সেজে এসেচে, তার পর শুনিলাম যে সন্ধের বর গঙ্গায় গেছে। আমরা তুজনে সেই গঙ্গায় তাকে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম তাই দেখে আমাদের এই দশা ?

রণ—কি দেখ্‌লি ?

১-ন—মহারাজ কি বল্‌বো ? অদ্ভুত, অদ্ভুত ? একটা স্থট্‌কে বামুনের কোলে যুবরাজ মরে পড়েছিল, তারপর যম, যমদুত আরো কত কি দেখে আমরা ভয়ে এমন হয়ে গেছি মহারাজ ? যে আর মুখ থেকে কথা বেরয় না ? কে এঁ্যা এঁ্যা ? কিন্তু কি আশ্চর্য্য স্থট্‌কে বামুণটার কি তেজ গো ? ও সব যম-টমকে গ্রাহ্য কল্লে না আর স্বচ্ছন্দে যুবরাজ উঠে বসেচে, আর ঐ সব যম্‌-টম্‌ বামুণটার ভয়ে কোথায় ভোঁ করে যেন উড়ে গেল, আমরা তাই না দেখে একেবারে ভাঁদৌড় আর কি ? আর এই অবস্থা দেখুন ?

রণ—(আহ্লাদে) মন্ত্রী! আমি সমস্তই বুঝেচি ?
পাইয়াছি হারানিধি বহু ভাগ্যফলে,
করহ সম্রাজ্য মধ্যে বাদিত্রী ঘোষণা ?
স্থাপুক মঙ্গলঘট প্রতি দ্বারে দ্বারে ?

গন্ধ মাল্য ধূপ দীপে দেবতা মন্দির,
বিহিত বিধানে কর পূজা আয়োজন ?
দুন্দুভি ধ্বনিত হউক রাজ-সিংহদ্বারে ?
পত পত শব্দে উড়ুক বিজয় পতাকা ?
শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্যভাণ্ডে পুরবাসীগণে
আনন্দোৎসবে করুক মঙ্গল সূচনা।
দ্বীসহস্র স্বর্ণ দানে তোষ দুই জনে ?
আনন্দ উৎসবে সবে করহ সংযোগ।

(ম)—যথা আজ্ঞা ? (দৃশ্য) মহারাজ ! ঐ সেনাপতি স্ব-সম্মানে যুবরাজ ও সকলকে লয়ে আস্‌চে ?

রণ—(দৃশ্য, বাহু প্রসারণ-পূর্ব্বক)—
আয় বাপ আয় আমার হারানিধি,
অন্ধের নয়ন মোর খঞ্জনের নড়ি।
হৃদয়ের নিধি আমার বিধিদত্তা ধন,
আয় বাপ আয় কোলে হেরি চাঁদবদন।

(বিজয়কে বক্ষে ধারণ করিয়া শীরঘ্রাণ, আশীর্ব্বাদ ও মুখ-চুম্বন)

বহু ভাগ্যে পেয়েছি বাপ তোমা হেন ধন ?
ধন্য বিধি ধন্য তব ঘটনাঘটন।

(সকলে মহানন্দে রাজবাটী প্রবেশ পূর্ব্বক সভাসীন হইলেন)

(এদিকে পুরবাসিনীগণে পাগলিনী বেশে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন)

জ—কৈ কৈ কৈ, এঁ্যা, এঁ্যা (দৃশ্য)

(পতন ও মূর্চ্ছা)

(সকলে শশব্যস্তে শুশ্রূষা ও চৈতন্য)

জয়াবতী।

কৈ কৈ প্রাণাধিক প্রিয়তম হৃদয়ের নিধি,
দুঃখিনীর হৃদয় দেবতা জীবিতেশ,
পাইব তোমারে নাথ নাহি ছিল মনে,
কেবল ভরসা মাত্র চণ্ডীকা জননী,
বড় ভাগ্যে পাইলাম তোমা গুণমণি,
ধন্য হইলাম আজ জননী প্রসাদে,

(পদপ্রান্তে উপবেশন)

বি--(বক্ষে লইয়া) প্রিয়তমে ধন্য তুমি,
বৃথা গর্ব্ব না হয় উচিত ?
তোম হেন পবিত্রার অঙ্গ পরশিয়ে,
পূনর্জীবন লভিলাম মৃত্যুমুখ হতে,
আমিই ধন্য প্রিয়ে ?
পূর্ব্ব পুণ্যফলে সতী ?
তোমা হেন স্ত্রীরত্ন মমাঙ্ক শোভনা ?
অতএব আমিই ধন্য।

রণ—যাক্ আর বাজে কথায় নাহি প্রয়োজন ? মন্ত্রী ! কল্যই আমার এই রত্নগড় বিশিষ্টরূপে সজ্জিত কর ? আর সেনাপতি ! তুমি সত্তরই একজন রাজদূত মহারাজ অলোকাধিপতির কাছে প্রেরণ কর, যেন তিনি সত্তর সকলেই শুভাগমন পূর্ব্বক এ আনন্দে যোগ দেন ? এমন হিসাবে পত্র প্রেরণ কর। আর এই ভূদেব সিদ্ধার্থের বিষয় পরে বিবেচনা হবে ? এখন সভা ভঙ্গ হউক।

সেনাপতি—যে আজ্ঞা।

(সকলের প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

অলোকাপুর রাজসভা।

(রাজা জয়মঙ্গল, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজদূত, প্রতিহারি)

(প্রতিহারি প্রবেশ)

প্র—মহারাজ ? রত্নগড় হইতে রাজদূত আগত হইয়া দ্বার দেশে মহারাজের অনুমতি অপেক্ষায় দণ্ডায়মান ? এক্ষণে কি অনুমতি হয় ?

জ—রত্নগড়ের রাজদূত ? কেন ? কি অভিপ্রায় ? (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রী ? রত্নগড়তো আমাদের এলেকাধিন ? তবে রাজদূত আসিবার কারণ আমিতো কিছুই বুঝ্‌তে পারি না ?

(মন্ত্রী)—অবশ্য কোন অভিসন্ধী আছে ? নতুবা রাজদূত আসিবার কারণ কি ?

(সে)—অভিসন্ধী যাই থাক ? সে কি জানে না যে মহারাজাধিরাজ অলোকাপতির বিক্রম কত দুর, মহারাজ ? রাজদূতকে আস্‌তে দিন ?

(জয়)—যাও প্রতিহারি ? রাজদূতকে লয়ে এস ?

প্র—মহারাজের আজ্ঞা শিরধার্য্য ?

(প্রতিহারির প্রস্থান)

জ—আর কি আমার বিজয়কেতন আছে, যে শত্রুপক্ষ সকলেই অবনত মস্তকে থাক্‌বে ? সকলেই শুনেছে যে বিজয়কেতন নিরুদ্দেশ ?

(সে)—মহারাজ ? তার জন্য চিন্তা কি ? অবশ্য তিনি কোন মহা উদ্দেশে গা ঢাকা হয়েচেন তাতে ক্ষতি কি ?

(জ)—ক্ষতি কিছু নাই? তবে কি জান সে ছিল দক্ষিণ বাহু। এই আর কি?

(সে)—তা হউক?

(প্রতিহারির সহিত রাজদূতের প্রকাশ)

(জয়)—(দূতের প্রতি) কহ বার্ত্তাবহ? রত্নগড়র অধিপতির মঙ্গল বারতা? রাজা রণধীরের সমস্ত কুশলতো?

দূত—(সসম্মানে) মহারাজ? আপাতত রত্নগড়ের সমস্তই মঙ্গল, বিশেষতঃ তিনি একটী উৎসব করিবেন? এই নিমিত্ত আপনার অনুমতি না লইয়া কেমন করিয়া ব্রতী হবেন?

(জ)—(আনন্দ) আহা বেশ! বেশ। এত আনন্দের কথা? (মন্ত্রীর প্রতি) কি বল মন্ত্রী?

(ম)—আজ্ঞা তাত বটেই? আর রত্নগড় অধিপতি আমাদের বড়ই অনুগত? আমাদের অনুমতি ব্যতিত তিনি তো কোন কর্ম্মই করেন না?

(জ)—ভাল? এখন বল দেখি এমন কি কায পড়েচে, আর তুমি কি আমাদের নিমন্ত্রণ কর্ত্তে এসেছ? হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)

দূত—মহারাজ? সুধু নিমন্ত্রণ নয়? আপনাদিগকে স্বপরিবারে মায় অন্দর মহিলাগণে মহারাণীর সহিত ও আপনার সহ-সম্রাজ্য সেস্থানে উপস্থিত হইয়া কার্য্য সমাধা করিতে হইবে?

(জ)—বাঃ বল বল এমন কি কাজ হে? আমি বড়ই আনন্দিত হয়েচি?

দূত—মহারাজ আমি আর কি বলিব? এই পত্র নিন?

(পত্র প্রদান)

(জ)—দেখ মন্ত্রী ? পত্রে কি লিখিত হয়েচে ?

(ম)—যে আজ্ঞা ? পত্র পাঠ—

পত্র।

অশেষ গুণশালী প্রতাপান্বিত রাজাধিরাজ

শ্রীল শ্রীযুক্ত অলোকাধিপতি মহারাজ

জয় মঙ্গল সিং শ্রীকর-কমলেষু।

মহারাজ ?

আজ আমার ও আপনার বড়ই আনন্দের দিন, বিশেষ কারণ, "হারানিধি" হারানিধিটী আমাদের উভয় পক্ষের ? এখন আপনি বুঝতে পারচেন কি ? সে "হারানিধিটী" কি ? তবে বলি ? আর না বলেও থাকতে পারি না ? পেটের ভিতর কথাটা ছুট্ পাট্ করচে ? সেটী আমাদের এই ক্ষত্রীয় কুল-শ্রেষ্ঠ বংশধর সমুজ্জ্বল মাণিক ? যার বাহুবীর্য্য বলে নৃপতিগণকে নতশির হইয়া থাকিতে হইয়াছে, যার পঞ্চদশ বৎসর নিয়তী, সে কথা আপনি আর মহারাণী ব্যাতিত এ বিশ্ব জগতে কেহই জ্ঞাত নয়, যিনি আপনাদের অজ্ঞাতসারে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল, যিনি নিরূপিত দিবসে কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন ? মদীয় তনয়া শ্রীমতী জয়াবতী সতী ও জনৈক দ্বীজ সত্তম দ্বারা আমাদের সেই উভয়ের "হারানিধি" যাহা অতল জলধিতে নিমগ্ন হইয়াছিল, ভাগ্যবলে সেই মাণিক শ্রীমান বিজয়কেতনকে পূনর্জীবিত করিয়াছি ? ও আমার জয়াবতীকে আমি তাহার হস্তে পাত্রস্থ করিয়াছি, তদুপোলক্ষে এই বিরাট আনন্দের আয়োজন ? আপনার "হারানিধিকে" আপনার করে অর্পণ করিব ? ও আপনার সমক্ষে আমার জামতাকে আমার এই রাজ্য

যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিব? আর আমার তনয়াকে আপনার ঘরের কুল-লক্ষ্মী রূপে গ্রহণ করিবেন এই আমার ইচ্ছা? অতএব দূত মুখে শ্রুত হইয়া কাল বিলম্ব না করিয়া সত্বর আসিবেন? অন্যান্য বিষয় এলেই জানিতে পারিবেন ইতি—

আপনার—
রণধীর সিং
রত্নগড়।

(জ)—ওহো? মন্ত্রীণ—

এতদিন যে অনল জলিতেছে চিতে,
হইল নির্ব্বান আজ শান্তিবারি স্পর্শে,
নাহি ছিল এ আশা হে চাতক হৃদয়ে,
কে জানে ঘটাবে বিধি হেন অঘটন।
জলাঞ্জলি দিছি যারে ভাবিয়ে অভাগা,
পাইব তাহারে পূন নাহি ছিল আশ,
ওহো! রণধীর? রণধীর? কে তুমি?
এত দয়া তোমার অন্তরে?
আজ হতে ভাতৃত্বের পদে তোমা বরিলাম বন্ধু
গুণে তুমিই শ্রেষ্ঠ আমা হতে,
নিকৃষ্ট অন্তর মম নাহি হিতাহিত।
ধন্য, ধন্য তুমি, ধন্য তব দয়া,
প্রাণ দান দিলে আজ অলোকা-বাসিরে।
কৈ কৈ রে রাজদূত?

রা-দূ—মহারাজ? আজ্ঞা করুন?

জ—আয় আয় বাপ? আজ আমায় যে আনন্দ দিলি তার উপযুক্ত দান তোরে দিতে পারলাম না, ধর (গজমুক্তার হার প্রদান) (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রী একে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পাথেয় প্রদান কর? আর মহারাজ রণধীরের জন্য কি উপঢৌকন দেওয়া কর্ত্তব্য সেটা কোষাধ্যক্ষর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রেরণ কর।

রা-দূ—মহারাজ! এই আমার যথেষ্ঠ হয়েছে? এখন আমি বিদায় হই।

জ—হাঁ এস? আর আমরা কল্যই রওনা হচ্চি?

রা-দূ—যে আজ্ঞা?

(দূতের প্রস্থান)

(সেনা)—মহারাজ? রাজা রণধীরের উপঢৌকনের জন্য এক কোটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা হউক?

(জ)—সেটা কি ভাল দেখায়? যে উপকার আমাদের করেছে?

(মন্ত্রী)—সত্য মহারাজ? এ উৎসব আমাদেরই কর্ত্তব্য, এ আমরাই করিব, তবে তিনি যা ইচ্ছা করেন করুন? আর আমরা তো সেথা যাচ্চি? আপাততঃ এই ব্যবস্থা?

(জ)—তা বেশ, বেশ, তাই হউক, এখন তুমি সত্বর যাবার বন্দবস্ত করে ফেল? আর রাজ্য মধ্যে ভেরী ঘোষণা দেও যেন সকলে ঘরে ঘরে মঙ্গল ঘট স্থাপনা করে, আর ধ্বজ পতাকায় শোভাযাত্রার জন্য নগর পরিশোভিত হউক, আর সেনাপতিকে আদেশ দেও যেন স্ব স্ব বাহিনী সজ্জিত করিয়া যথা সময়ে উপস্থিত হয়, আর যত দেব মন্দির আছে সকলি যেন পূন সংস্কারে ধুপ, দীপ, গন্ধ মাল্যে দেবতার অর্চ্চন করা হয়, আমি যাই এ সংবাদ অন্দরে মহারাণীকে প্রদান করিগে?

ম—যে আজ্ঞা?

সকলকার প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

রত্নগড়।

(রাজপথ শোভাযাত্রা)।

(রাজবাটীর তোরণ দ্বারে রাজা রণধীর, মন্ত্রী, বিজয়কেতন, সেনাপতি ইত্যাদি)

(সে)—মহারাজ !
হের ঐ ধীরাজ অলোকাপতি;
বিপুল বাহিনী সাথে,
মহানন্দে উপনিত হলো রাজধানি।

র— (দৃশ্য) কৈ ? কৈ ? চল শীঘ্র সবে,
সসম্মানে করি সম্ভাষণ ?
এস এস বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।

(সকলে অগ্রসর)

র—(কীরিটী উন্মোচন করিয়া। বাহু প্রসারণ করিয়া)
আসুন ? আসুন ?
বড়ই সৌভাগ্য মম আজ হে নরেশ ?
পবিত্র এ রত্নগড় তব পদার্পণে।

(রাজা জয়মঙ্গল দুইবাহু প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন)

(জ)—মহারাজ রণধীর ? কে তুমি বন্ধু ?
চিনিতে নারিনু তোমা. এত দয়া হৃদয়ে তোমার।
দয়ার সাগর তুমি ক্ষত্রী-কুল মাঝে ?
রাখিলে অদ্ভুত কীর্ত্তি এ বিশ্ব মাঝারে,

প্রদানি জিবন সবা অলোকা-সম্রাজ্যে।
ধন্য তুমি, পবিত্র হলেম আমি তব আলিঙ্গনে ?
আজ হতে ভ্রাতৃস্নেহে হইলে বন্ধন,
হইলে দক্ষিন বাহু এ অলোকাপতির,
বড় ভাগ্যে পাইয়াছি এ হেন সুহৃদ ?
শোধিতে নারিব ঋণ থাকিতে জিবন।

(র)—আসুন মহারাজ ? সকলি বিধির খেলা ?

(জ)—অবশ্য, কৈ মহারাজ আমার "হারানিধি" ?

(র)—(বিজয়কে লইয়া) এইযে মহারাজ ? এই আপনার "হারানিধি"।

(পিতৃপদে বিজয়ের পতন)

(বি)—বাবা ! বাবা ! এই যে আপনার সেই হতভাগা সন্তান ? বাবা-বাবা ? (রোদন)

(জ)—(বিজয়কে বক্ষে ধারণ করিয়া) আয় বাপ ? আয় আমার
"হারানিধি" বংশের দুলাল মোর।
করিয়াছি পিতা হয়ে কত অবিচার,
শত্রু ভাবে আশৈশবে এতাবত কাল,
না হেরি নয়নে তোরে হতাদর করেছি কেবল।
আর না করিব বাপ ? আয় কোলে,
শান্তি হউক তাপিত অন্তর।

(বি)—বাবা ? কেন বৃথা করিতেছেন এ অনুশোচনা,
বিধি লিপি যা হবার তাই ঘটীয়াছে,
বানিজ্য করিতে আসা এ ভবের হাটে,
লাভে মূলে যায় কেহ কেহ লয় লুটে।

বৃথা চিন্তা কেন তবে তাত,
নষ্ট কি হয়েচে তব এবে,
দেখুন বুঝিয়ে ?
দ্বিগুণ ব্যাপার তব হইয়াছে এবে।

(জ)—বুঝিয়াছি বাপ ? আয় আমার বক্ষে।

(রাজা বিজয়কে লইয়া সভাস্থ হইলেন)

(সকলে সমস্বরে জয় মহারাজ অলোকাধিপতির জয় শব্দ ও স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন)

(র)—(সেনাপতি প্রতি) আন সেনাপতি ? পুত্রসহ রাজা চন্দ্রভানু ?

(সে)—যথা আজ্ঞা।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ পিতা পুত্রকে আনয়ন)

(জ)—একি মহারাজ ? কে ইহারা ?

(র)—মহারাজ ? ইনি রাজা চন্দ্রভানু ? আর এই পুত্র ইনি গিরিব্রজের অধিপতি আমার কন্যের বিবাহ কারণ ঐ পুত্র লয়ে আমার বাটী আসিতেছিল, পথি মধ্যে কল্পিত বর সাজাইয়া সেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয় ? ইনি কেন এমন কদর্য্য কার্য্যে ব্রতী হইয়া আমাদের এই নিষ্কলঙ্ক শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রী কুলে কলঙ্ক প্রদান কল্লেন ইহার বিচার জন্য এই সভাস্থ সকলে ও আপনিও বিদ্যমান ইহাই আমার প্রার্থনা ?

(সকলে নিস্তব্ধ)

(জ)—তাইতো ? এ বিবাহের কল্পিত বর কে ? আর কিরূপ ঘটীল তাহা জানা আবশ্যক ?

র—(বিজয়কে লক্ষ করিয়া) বৎস? তুমিই এর সমস্ত ঘ না বিবৃত কর?

(বিজয়কেতন সমস্ত ঘটনা রাজ সভায় বিবৃত করিলেন)

(রাজা, ও সভাস্থ সকলে শুনিয়া চন্দ্রভানুর প্রতি ক্রোধ, ও ক্ষণ পরে শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন)

জ—মহারাজ চন্দ্রভানু? আপনার এ কিরূপ বিচার ও ব্যবহার? উপযুক্ত পুত্রের অপমান করা কি আপনার ন্যায় বিবেচনা হয়েচে? ছিঃ ছিঃ? আর এই একটা উচ্চ্য বংশের কলঙ্ক রটান? আমার বিচারে এই হয়, আর রাজ আইন অনুসারে বলে আপনার অসী ও শিরস্ত্রাণ সভাস্থলে উন্মোচন পূর্ব্বক স্থাপন করুন? এখন সভাস্থ সকলের কি মতামত তাহা আপনারা বলুন?

(সভাস্থ সকলে বলিলেন এই যথাযথ বিচার হয়েচে মহারাজ)

(বি)—কেমন মহারাজ? এ বিচারে সম্মত আছেন কি?

(চন্দ্র)—যুবরাজ? বিচার যথার্থ হয়েচে? আমি যেমন কর্ম্ম করেছি, তার উপযুক্ত হয়েচে? আমি প্রস্তুত?

(শিরস্ত্রাণ ও অসী উন্মোচন)

(জ)—ভাল? স্থির হউন? মহারাজ রণধীর?

(র)—আজ্ঞা করুন?

(জ)—যথেষ্ট হয়েচে, বিশেষ আজ আমাদের আনন্দের দিনে এটা বড় ভাল বলে বিবেচনা হয় না, আপনারা সকলে কি বিবেচনা করেন?

সকলে—মহারাজ? আপনার মতে আমাদের মত? কেন না? বিধাতার নিয়ম অখণ্ডিত? তাতে বিবাহ তিনি যা করেছেন, তাই ঠিক, বিশেষ আনন্দের দিনে আর মন মালিন্যে প্রয়োজন কি, সকলেই শুভ কাযে যোগদান পূর্ব্বক আনন্দ উপভোগ করুন।

(জয়)—বেশ বেশ, এ উত্তম পরামর্শ। এস আমি তোমাদের উভয়ের মিলন করে দিই।

এস এস ভাই রণধীর, এস মহারাজ !
ত্যজ দ্বেষাদ্বেষ রোষারোষ অন্তর হইতে,
ত্যজ অহং জ্ঞান ভাইরে আমার,
মাত, মাত, সেই সোহং জ্ঞানে থাকিতে সময়।
কেবা কার মারে বল কেবা কার বৈরী,
সকলি ঈশ্বর-লীলা কর্ম্মফল মাত্র,
অনুভাবে বুঝে দেখ ভাই রণধীর।
নিয়তী ঘটায় জীবে যার যেই ভোগ ?
মহারাজ চন্দ্রভানুর ইথে দোষ কিবা ?
উপলক্ষ মাত্র তিনি ঈশ্বরের লীলা,
এ অঘটন ভাই যদি না ঘটাতেন বিধি,
কেমনে পেতাম বল প্রাণের হারানিধি ?

(উভয় রাজাকে লইয়া আলিঙ্গন)

এস মহারাজ ধর শিরস্ত্রাণ, ধরহ কৃপান,
চন্দ্রভানুর রাজবেশ ও মুকুট ধারণ।

(সকলে জয় মহারাজ অলোকাধিপতির জয়)

(সত্যভানু)—ওহো ! আর কেন ? জ্বলে গেল, জ্বলে গেল ? যাই, যাই, মা অলোকা শান্তি দিস মা।

(বেগে প্রস্থানোদ্যত)

(বি)—(ত্রস্তে ধারণ) কোথা যাও, কোথা যাও ? স্থির হও ? ছি ভাই এতই অধীর ? এস আজ হতে তুমি আমার ভ্রাতৃ-স্বরূপ ?

(সত্যভানু)—আর্য্যপুত্র আজ আমি বড়ই বাধ্য হইলাম আপনার ঐ মধুমাখা কথায় আমার সকল সন্তাপ দূর হোলো ? আমি ধন্য হলেম।

(পুনঃ সকলে জয়ধ্বনি)

(রণ)—মহারাজ!
শুভকর্ম্মে বিলম্ব কি কারণ,
বাসনা আমার পূর্ণ করহ নরেশ?
দানি ছত্রদণ্ড বাছা বিজয়কেতনে,
সাধিব বাসনা হৃদে শশাঙ্ক শেখরে।
আর কেন?
দিন দিন দিন গত কত দিন আছি,
সাধিব নিষ্কাম ব্রত মনের বাসনা,
এই সে প্রতিজ্ঞা মম জানিবে নিগূঢ়,
দেখি দেখি কপালে কি করেন চন্দ্রচূড়।

(জ)—বড় তুষ্ট হইলাম শুনি তব ভাষ?
পূরাও বাসনা তব শুনহ ভূপতি,
অধিবাস দ্রব্য যত কর আয়োজন,
সুসজ্জীত সভাগৃহ করহ এক্ষণে,
বিজয় পতাকা উড়ুক রাজ-সিংহদ্বারে?
রাজ-পরিচ্ছদ পরি দম্পতী-যুগলে,
.বসাও কানকাসনে সভা বিদ্যমান?
বার্ত্তাবহ মঙ্গল বারতা দিক সবে,
অভিষেকে যুগল-দম্পতি মহোৎসবে।
(মন্ত্রীর প্রতি)
মন্ত্রী! কর আয়োজন আজ বিবিধ বিধানে,
উভয়ে লইব মোরা অবসর এবে,
আজ হতে রাজ্যভার আমাকে না লগে,
নবীন ভূপতি হউক শান্তি পাই মনে।
কিবা অভিপ্রায় তব?

(মন্ত্রী—এই সে উচিত বিধি আমার বিধানে ?
করুন রাজন ? রাজবিধি অনুসারে ?
ছত্রদণ্ড আড়নি ধরুক রাজাগণে ?
সার্থক নয়ন করি হেরি অভিষেক।

(জ)—ভাল ভাল ? (রণধীরের প্রতি)
মহারাজ ?
মঙ্গল বারতা দেহ রাজ-অন্তঃপুরে ?
অভিষেক দ্রব্য সব করি আয়োজন ?
অলোক মহিষী আর রত্নগড় রাণী,
সভাস্থ হয়েন যেন করিতে কল্যাণ।

রাজসভা।

রাজা, মন্ত্রী ও সভাস্থ সকলে আসীন।

(স্তুতীবাদকগণ দুপার্শে দণ্ডায়মান ও অলোকরাজের ক্রোড়ে বিজয়)

(মহারাণীদ্বয় সহিত পুরবাসিনীগণের প্রবেশ)

(হৈ)—কৈ কৈ কৈ বাপ আমার হারানিধি ?

(বি)—(কোল হইতে অবতরণ পূর্ব্বক)
মা ! মা ! মা !
এই যে তোর হারানিধি,
নে গো জননী কোলে জুড়াক জীবন।
মা ! মা ! মা ! (পদতলে পতন)
(ক্রোড়ে ধারণ করিয়া)

(হৈ)—আয় আমার বুক জুড়ান ধন ?

(বি)—নাহি আশা ছিল মনে হেরিব চরণ।

(ইন্দুমতীকে দর্শন করিয়া)

জননী, বড় ভাগ্যে পাইলাম ও পদ দর্শন,
কেবল সতীত্বের তেজে ঐ—যে—

(ই)—বাপরে বিজয়! পাইব তোমারে,
হেন মনে নাহি ছিল?

(উভয় রাণী বিজয়কে লইয়া)

(হৈমবতীর প্রতি)

দিদি, দিদি?
ধর তোমার হারানিধি, নাড়ি ছেঁড়া ধন,
করিলাম অর্পণ তোমারে,
নয়ন-রঞ্জন আমার বিজয়কেতন,
দানিলাম পুন তোমা?
ধর ধর? নাহি কিছু আর মম।

(হৈ)—ভগ্নী? কি আর কহিব?
গুণোবতী বিনিমূলে কিনিয়াছ সবে?
করিয়াছ জীব দান অলোকাবাসীর?
বিজয় নাহিক ভগ্নী? আর আমার একা
তব পুত্র? সূত্র মাত্র আমি সে কেবল।

(ই)—দিদি, দিদি? ধন্য তুমি?
ধন্য তব মহিয়সী এ বিশ্ব মাঝারে?
রেখ মনে?
দাসীর এ মিনতি কি আর কহিব।

(হৈ)—কেন ভগ্নী এ মিনতি করিছ আমায় ?
তুমি, আমি, এক প্রাণ জানি রাখ সতী।
শুন বলি ?
রাজ-অভিষেক কাল হয় বহির্ভূত ?
এবে দম্পতী-যুগলে দানি ছত্রদণ্ড ?
জুড়াবে নয়ন হবে সর্থক জীবন।
জুড়াবে সন্তাপ আত্মা, শান্তি হবে মন।

(জয়)—(বিজয়ের প্রতি)
এস বৎস আজ তোমায় করি দণ্ডধর।
এস এস ভাই রণধীর ?
নাহিক সময় আর ?
কর অভিষেক বিজয়রতনে।

(সত্যভানু)—মহারাজ ?
হউক বিধানমত অভিষেক কার্য্য ?
যে যার কর্ত্তব্য কার্য্য করুন সমাধা,
মন্ত্রীর মন্ত্রণা কার্য্যে থাকুন সদত ?
ছত্র ধরিবার ভার নহেত মন্ত্রীর ?
ভাতৃস্নেহে বাঁধিয়াছে দাসে যুবরাজ ?
থাকিতে এ দাস ছত্রে অধিকার কার।
আমি সে ধরিব শিরে নব-ছত্রদণ্ড ?
ধরুক ব্যাজনী পিতা গীরি-ব্রজরাজ ?
সেনাপতির উদ্যোগে সাজুক সেনানী,
আপনারা দেন শীরে সে রাজ মুকুট।
মম মতে এই ঠিক বুঝুন সকলে।

(উভয়রাজা ও সকলে)
বাঃ উপযুক্ত কথা বলেছে ? বাঃ বাঃ, তাই হউক

(বি)—ভাই কেন অভিমান ? ধর ছত্র। (ছত্রদান)

বাসাও প্রকৃত বামে কুললক্ষ্মীরূপা ?

হেরিয়ে সফল করি যুগল নয়ন।

(রাজসিংহাসনে উভয়ের উপবেশন ও সকলে জয়ধ্বনি)

(সহসা মহাতপা সিদ্ধার্থের প্রবেশ)

(সকলের দৃশ্য ও সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান ও সমাদর)

(বিজয়কেতন ও জয়াবতী সিংহাসন হতে অবতরণ ও প্রণাম)

(বি)—পিতা পিতা ?

হের ঐ মহাতপা তাপসপ্রবর !

জীবশূন্য যার অঙ্কে ছিল হতভাগ্য,

যাঁর তেজে পুন জিবে হইল সঞ্চিত,

দীপ্ত হুতাশনরূপ, ঐ ভূদেব পূজিত।

এস জয়া প্রণমী শ্রীপদে,

যাঁহার প্রসাদে মোরা হলেম জীবিত !

গুরো গুরো ? প্রণমী শ্রীপদে দেব ?

রক্ষং রক্ষং কুরু কৃপাহি কাতরং।

(উভয়ের প্রণাম)

(জয়া)—দেব ! আপনার ঐ শ্রীমুখের আশীর্ব্বাদেই আমরা জীবিত হইয়াছি ? কেন না যখন আর্য্যপুত্র মৃত্যুশয্যায় তখন আমাকেও তাতে শায়িত হতে হোতো, কেবল আপনার ঐ শ্রীমুখের আশীর্ব্বাদে জীবন প্রাপ্ত হয়েচি।

(সি)—না মা আমা হতে কিছুই হয় নাই ? হয়েচে তোমা হতে ? তুমি জয়দুর্গার সেবিকা, তাই জয়াদেবী স্বয়ং এসেছিলেন, তাই তাঁর আদেষে ধর্ম্মরাজ বিমুখ ও আশীর্ব্বাদ দিয়ে গেছেন সেই আশীর্ব্বাদ আজ আমি তোমাদের দিতে এসেছি, এখন ঠিক সময় হয়েছে ? উঠ

জয়াবতী।

উঠ বাপ, এস মা আমি তোমাদের অভিষেক ও আশীর্ব্বাদ করি। (রাজার প্রতি) মহারাজ! যুগল দম্পতি সিংহাসনাসীন হউক।

(বিজয় ও জয়াবতী আসীন, সত্যভানু বিজয়ের মস্তকে ছত্র ধরিলেন, চন্দ্রভানু বিজয়েক চামর ব্যাজন করিলেন, অন্যান্য সকলে বিজয়ের মস্তকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, ধূপ দীপ সৌগন্ধে সভা-গৃহ আমোদিত হইল, জয়পতাকা উড্ডীন হইল, দামামা দুন্দুভিধ্বনিতে সকলে অনন্দিত হইল)

(সি)—আসুন মহারাজ, দিন ধান দুর্ব্বা। (হস্তে ধানদুর্ব্বা লইয়া) ওঁম্ স্বস্তী, (আশীর্ব্বাদ) দেন, আপনারা মুকুট চড়িয়ে দিন।

(উভয় রাজা রাজমুকুট প্রদান)

(সি)—মহারাজ! আজ আমার ব্রত সার্থক হোলো। ধর্ম্মরাজের আশীর্ব্বাদে এই যুগল দম্পতী একশত পঞ্চাশ বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন, পরিশেষে সেই অনন্তধামে যাইবে। বল সবে জয় দুর্গার জয়।

(সকলে জয় দুর্গা, জয় দুর্গা বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন)

উৎসব গীত।

ভজ জয় দুর্গে দুরিতবারিণী,
বর্ণিবার সাধ্য কার চণ্ডীকার মাহাত্ম্য-কাহিনী।
স্মরণ লইলে মার, সঙ্কটেতে হয় পার,
জয়াবতী আখ্যায়িকা প্রধান প্রমাণ তার,
সতীপ্রভা দেখাইল, মৃত পতি বাঁচাইল,
সতীত্বের আদর্শ-রূপিণী।

যবনিকা পতন।